পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব
সম্প্রীতি দিবস সংখ্যা

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৮ ❖ ১৯ - ২৫ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: শান্তির দূত ও অশান্তির দৈত্য

সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজের বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

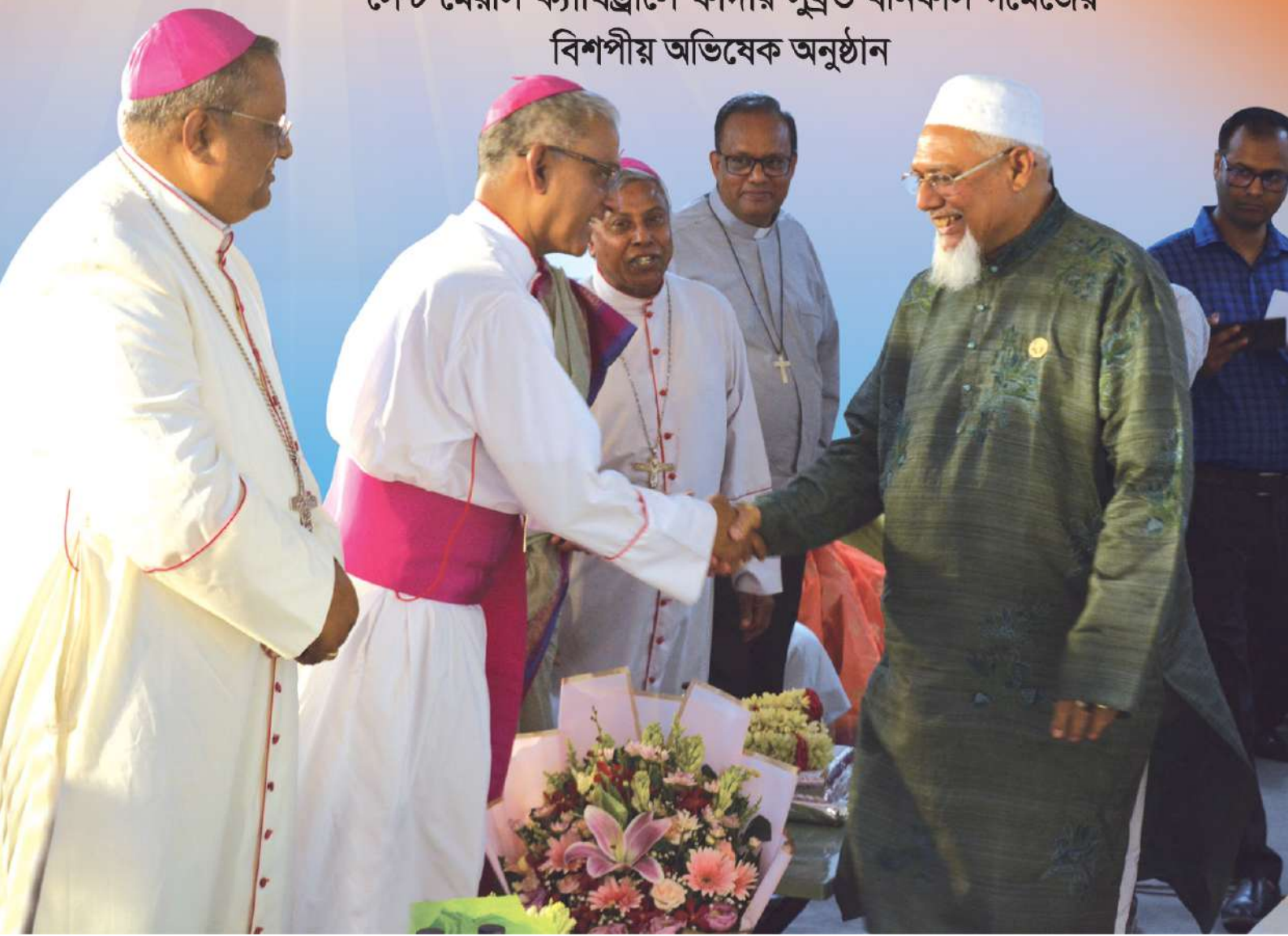

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

(রেজি নং-২৮২, তারিখ : ০৬-০৬-১৯৭৮)
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪, info@mcchsl.org, www.mcchsl.org

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১লা জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ হতে ৩০শে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ)

তারিখ : ৩১ মে, ২০২৪ খ্রিঃ, শুক্রবার
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা
স্থান : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭।

এতদ্বারা 'দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ'-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৩১ মে, ২০২৪ খ্রিঃ, শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭ তে অত্র সোসাইটির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত সাধারণ সভায় সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র/ছবিযুক্ত পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে সকলের সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করছি।

সাধারণ সভার কর্মসূচি:

১. (ক) উপস্থিতি গণনা;
(খ) আসন গ্রহণ;
(গ) জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন (জাতীয় সঙ্গীত ও সমবায় সঙ্গীত পরিবেশন);
(ঘ) পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা;
২. মৃত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন;
৩. চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণ;
৪. সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্য;
৫. ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;
৬. ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৭. বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৮. উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৯. বাজেট (আয়-ব্যয়) পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১০. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১১. আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১২. বিবিধ (যদি থাকে);
১৩. লটারী ড্র;
১৪. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা;

উল্লিখিত দিনে সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০:০০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।
সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

(ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল)
সেক্রেটারি, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
তারিখ : ১২-০৫-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১-এর ধারা-৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ, অন্যান্য বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত থাকলে উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
খ) সকাল ১০:০০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব-স্ব খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
গ) সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০:০০ মিনিটের মধ্যে যে সকল সদস্যগণ নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরামপূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/১০৪/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১৮
১৯ - ২৫ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৫ - ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
পিতর হেম্ব্রম

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বন্ধু ও সহায়ক হয়ে ওঠা

এ বছর ১৯ মে খ্রিস্টমণ্ডলীতে পালিত হবে পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব, ২৩ মে সর্বজনীনভাবে বৌদ্ধ পূর্ণিমা আর ২৪ মে মণ্ডলীতে 'সম্প্রীতি' দিবস। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনের উপলক্ষ্য আলাদা আলাদা হলেও শিক্ষাতে রয়েছে একতা। আর তাহলো আমরা সকলে পরস্পরের বন্ধু ও সহায়ক হয়ে ওঠতে পারি। যিশু খ্রিস্ট তাঁর প্রচারকালে বারংবার শিষ্যদের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে বলছেন, আমি তোমাদেরকে দাস বলছি না, তোমরা আমার বন্ধু। বন্ধু লাজারকে মৃত্যু থেকে জীবন দিয়ে তিনি বন্ধুত্বের মহিমা প্রকাশ করেছেন। বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর নেই। আর মানুষকে বন্ধু ভেবেই যিশু নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন যাতে করে তাঁর বন্ধুরা জীবন পায়। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে বন্ধুরূপ শিষ্যদের পরিচালনা করার জন্য সহায়ক আত্মা পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। পঞ্চাশত্তমী হলো সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পর্ব যেদিন পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর নেমে এসে তাদেরকে নতুন জীবন দান করেছিলেন। যাঁর শক্তিতে ভীত-ত্রিস্ত প্রেরিতশিষ্যেরা হয়েছিল সাহসী ও বাণীপ্রচারে উদ্যমী। যিশুর ভালোবাসার বাণী ও সেবার কথা সহভাগিতা করার জন্য তাঁরা বেরিয়ে পরেছিল বিশ্বময়। শিষ্যেরা শুধু নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বকে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বিস্তৃত করতে বেরিয়ে পড়ে নিজেদের গণ্ডি ছেড়ে। তাদের পথচলায় ছিল কষ্ট, প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু তাঁরা দমে যাননি। সবকিছু মোকাবেলা করেছেন। কেননা তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল প্রভু যিশু ও অন্যান্য শিষ্যদের সাথে এবং আস্থা ছিল পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তায়। প্রেরিতশিষ্যদের উত্তরাধিকারীরা অর্থাৎ বিশপগণও যিশুর বন্ধুত্বে ও পবিত্র আত্মার পরিচালনায় তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেন।

৩ মে ঢাকার সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালে মহা আড়ম্বরে ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজের বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। বাংলাদেশের একমাত্র কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল, বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ, পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের বিশপ নির্মল ভিনসেন্ট গমেজ, প্রায় দু'শয়ের মতো যাজক, শতাধিক সিস্টার-ব্রাদারসহ দেড় হাজার খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে বিশপীয় অভিষেকের মহাখ্রিস্টযাগ ধর্মপ্রদেশের একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। শৃঙ্খলায় প্রাণবন্ত উপাসনায় সকলের অংশগ্রহণ সিনোডাল ভাবধারারই প্রকাশ ঘটিয়েছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা, জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্মমন্ত্রী মো: ফরিদুল হক খান, এমপি মহোদয়ের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিতে একটি আন্তঃধর্মীয় আবেশ সৃষ্টি করেছিল। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তব্যে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নতুন বিশপকে তাঁর দায়িত্ব পালনে তাদের সহায়তার হাত প্রসারিত করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মধ্যদিয়েই আমরা সুন্দর একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারি। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নব অভিষিক্ত সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ তার বন্ধুসুলভ আচরণ ও সহায়তা দানের মনোভাব নিয়ে সকলের বন্ধু ও সহায়ক হয়ে ওঠবেন বলে অগ্রিম অভিনন্দন জানাই।

বন্ধুত্ব গড়া ও সহায়তা আদান-প্রদান আমরা সকলের সাথেই করতে পারি। তবে তার জন্য সদিচ্ছা ও উদ্যোগ দরকার। বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন অনেকদিন ধরেই সে সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে শান্তির সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কাজ করে চলেছে। সচেতনতায়ন ও সম্পর্ক উন্নয়ন করতে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে বার্তা প্রেরণ ও শুভেচ্ছা প্রদান কর্মসূচী অব্যাহত রাখছেন। তাদের কর্মসূচীর সাথে একাত্ম হয়ে আমরা সকলে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণ করলে আমরা সম্প্রীতিতে থাকতে পারবো। আমাদের মধ্যে মূল্যবোধগত অনেক সাদৃশ্য রয়েছে যা আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ববোধ জাগ্রত ও বৃদ্ধি করতে পারে। বৌদ্ধধর্মের জীবে প্রেম ও অহিংস নীতি সকল ধর্মের মানুষই শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। তাই মানুষ যদি হিংসা-বিদ্বেষ ছেড়ে পুনর্মিলন ও সহনশীলতা অনুশীলন করে তবে সমাজে শান্তি আসবেই। মানব জীবনে শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে বর্তমান প্রযুক্তি সহায়ক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এ বছরের সংলাপ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় করা হয়েছে : 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও শান্তি'। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সচেতন ও যথার্থ ব্যবহার আমাদেরকে সহায়তা করবে দ্বন্দ্ব নিরসনে, সম্পদের সুষম বন্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের জ্ঞান আহরণে, সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা ও বৈশ্বিক নিরাপত্তাসহ আরো কল্যাণমুখী তথ্যদানে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যথার্থ ব্যবহার আমাদেরকে শিখতে হবে।

সম্প্রতি দিবসের এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই॥ †

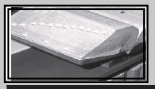

"তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, ও আত্মা তাঁদের যেভাবে বাক্‌শক্তি দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।" (শিষ্য ২ : ৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

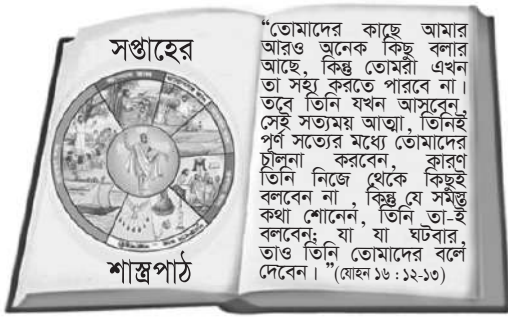

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ - ২৫ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৯ মে, রবিবার
পঞ্চাশত্তমী রবিবার, *মহাপর্ব*
শিষ্য ২: ১-১১, সাম ১০৪: ১, ২৪, ২৯-৩১, ৩৪, গালা ৫: ১৬-২৫; যোহন ১৫: ২৬-২৭, ১৬: ১২-১৫;

২০ মে, সোমবার
খ্রীষ্টমণ্ডলীর জননী মারীয়া, *স্মরণদিবস*
আদি ৩: ৯-১৫, ২০ (বিকল্প: শিষ্য ১: ১২-১৪), সাম ৮৬: ১-২, ৩, ৫, ৬-৭, যোহন ১৯: ২৫-৩৪

২১ মে, মঙ্গলবার
সাধু খ্রিষ্টফার ম্যাজেলান্স, যাজক ও **সঙ্গীগণ**, সাক্ষ্যমরণ
যাকোব ৪: ১-১০, সাম ৫৫: ৬-১০, ২২, মার্ক ৯: ৩০-৩৭

২২ মে, বুধবার
কাসিয়ার সাধ্বী রিতা, সন্ন্যাসব্রতী
যাকোব ৪: ১৩-১৭, সাম ৪৯: ১-২, ৫-১০, মার্ক ৯: ৩৮-৪০

২৩ মে, বৃহস্পতিবার
চিরকালীন মহাযাজক প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, *পর্ব*
আদি ২২: ৯-১৮, সাম ৩৯: ৭-১১, ১৭, মথি ২৬: ৩৬-৪২

২৪ মে, শুক্রবার
যাকোব ৫: ৯-১২, সাম ১০৩: ১-৪, ৮-৯, ১১-১২, মার্ক ১০: ১-১২ সম্প্রীতি দিবস

২৫ মে, শনিবার
মহান সাধু বিড, যাজক ও আচার্য, সাধু সপ্তম গ্রেগরী, পোপ, সাধ্বী মেরী ম্যাগ্‌ডালীন দ্য' পাজ্জি, কুমারী
যাকোব ৫: ১৩-২০, সাম ১৪১: ১-৩, ৮, মার্ক ১০: ১৩-১৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ মে, রবিবার
পঞ্চাশত্তমী রবিবার, *মহাপর্ব*
+ ১৯৪৮ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ
+ ১৯৭৫ ফা. ওয়ালটার মার্কস, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সি. থিওনিলা আরাক্কাপারামবিল, এসসি (ঢাকা)

২০ মে, সোমবার
খ্রীষ্টমণ্ডলীর জননী মারীয়া, *স্মরণদিবস*
+ ১৯৭৯ সি. গাব্রিয়েল ফ্রেডারিক, এসসি
+ ২০০৪ ফা. লরেঞ্জো ফান্তিনী, এসএক্স (খুলনা)

২১ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৯ ফা. স্তেফান ডায়াস (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রা. জেমস এডওয়ার্ড গ্রীটম্যান, সিএসসি

২২ মে, বুধবার
+ ১৯৯৩ সি. মেরী ইম্মাকুলেটা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. মেরী এনান্সিয়েশন মানখিন, আরএনডিএম

২৩ মে, বৃহস্পতিবার
চিরকালীন মহাযাজক প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, পর্ব
+ ১৯৭৯ সি. এম কলম্বা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ব্রা. বিজয় হেরল্ড রড্রিক্স, সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মে, শনিবার
+ ১৯৯১ ব্রা. মেরভিন বাপ্টিষ্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০০ সি. মেরী জন বস্কো, আরএনডিএম
+ ২০১৫ সি. রাফায়েল্লা মন্ডল, লুইজিনে (খুলনা)
+ ২০১৭ ফা. জেমস টি. বেনাস, সিএসসি (ঢাকা)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭২৫: 'সুখ-পন্থা'গুলো, স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশে নিয়োজিত ক'রে, আব্রাহাম থেকে শুরু ক'রে ঈশ্বরের দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত এবং পূর্ণতা দান করে। 'সুখ-পন্থা'গুলো ঈশ্বর দ্বারা প্রদত্ত মানুষের অন্তরের সুখলাভের বাসনা পূর্ণ করে।

১৭২৬: যে-অন্তিম লক্ষ্যে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন তার সন্ধান পেতে 'সুখ-পন্থা'গুলো আমাদের শিক্ষা দেয়: স্বর্গরাজ্য, ঈশ্বর-দর্শন, ঐশস্বরূপে অংশগ্রহণ, শাশ্বত জীবন, ঐশ-সন্তানত্ব ও ঈশ্বরে বিশ্রাম।

১৭২৭: শাশ্বত জীবনের পরমসুখ ঈশ্বরের অনুগ্রহপুষ্ট দান। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যা পরমসুখের দিকে চালিত করে, তা যেমন অলৌকিক, পরমসুখও তেমনি অলৌকিক।

১৭২৮: পার্থিব সম্পদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সুখ-মার্গগুলো আমাদের নিকট দাবি রাখে; সুখ- পন্থাগুলো আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে, যেন সর্বোপরি আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসতে শিখি।

১৭২৯: ঈশ্বরের বিধান অনুসারে পার্থিব সম্পদ ব্যবহারের জন্য স্বর্গের পরমসুখ অবধারণ-নীতি দান করে।

ধারা-৩

মানুষের স্বাধীনতা

১৭৩০: ঈশ্বর ব্যক্তি মর্যাদা দিয়ে এমন এক বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যে - মানুষ তার নিজের ক্রিয়াসমূহ শুরু ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। "ঈশ্বর নিজেই মানুষকে 'তার স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় সৃষ্টিকর্তার অন্বেষণ করে এবং তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে জীবনের পূর্ণ ও সুখময় পরিণতি লাভ করতে পারে।"

মানুষ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন সত্তা, আর তাই সে ঈশ্বরের সদৃশ, সে স্বাধীন ইচ্ছাসহ সৃষ্ট হয়েছে এবং সে নিজেই নিজের কর্মের প্রভু।

॥ ক ॥ স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা

১৭৩১: স্বাধীনতা হল সেই ক্ষমতা, যার ভিত্তিমূলে রয়েছে মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি; যে- ক্ষমতা দ্বারা সে একটি কাজ করে বা করে না, এটা করে বা ওটা করে, এবং এভাবে সে স্বেচ্ছায় কাজগুলো করে তার নিজ দায়িত্বে। স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা মানুষ তার নিজের জীবনকে গঠন করে। মানবীয় স্বাধীনতা হল সত্য ও ধার্মিকতায় বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা লাভের এক শক্তি, তা পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন তাকে পরিচালিত করা হয় ঈশ্বরের দিকে, যিনি আমাদের পরমসুখ।

১৭৩২: স্বাধীনতা যতদিন পরম-সুখ অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে বন্ধনযুক্ত না থাকে, ততদিন ভাল এবং মন্দ বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং এভাবে পূর্ণতায় বৃদ্ধিলাভ করা অথবা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ও পাপ করার সম্ভাবনা থাকে। এই স্বাধীনতা মানবীয় ক্রিয়াসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। স্বাধীনতার কারণেই একটি ক্রিয়া প্রশংসনীয় বা দণ্ডনীয় হয়, মঙ্গলকর বা নিন্দনীয় হয় ।

১৭৩৩: যে-ব্যক্তি যত মঙ্গল করে সে তত স্বাধীন হয়। যা-কিছু মঙ্গল ও ন্যায় তার সেবা ব্যতীত সত্যিকারের কোন স্বাধীনতা নেই। অবাধ্য হওয়া এবং মন্দ করার স্বাধীনতা হচ্ছে আসলে স্বাধীনতার অপব্যবহার, যা "পাপের দাসত্বের" দিকে নিয়ে যায়।

১৭৩৪: স্বাধীনতা মানুষকে তার ক্রিয়ার জন্য দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে, যখন সে ক্রিয়াগুলো স্ব-ইচ্ছায় করা হয়। পুণ্যগুণ-বৃদ্ধি মঙ্গল-জ্ঞান এবং কর্ম-সাধনা, মানব-ক্রিয়ার উপর ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ফেলে।

১৭৩৫: কারো প্রতি কোন ক্রিয়ার আরোপণ এবং দায়-দায়িত্ব হ্রাস পেতে পারে, অথবা এমন কি সম্পূর্ণ বাতিল হয়েও যেতে পারে: অজ্ঞতা, অবহেলা, বল-প্রয়োগ, ভয়-ভীতি, অভ্যাস, অত্যাসক্তি, এবং অন্যান্য মানসিক বা সামাজিক কারণসমূহ দ্বারা।

ফাদার জনি হিউবার্ট গমেজ

১ম পাঠ: শিষ্য ২: ১-১১
২য় পাঠ: গালা ৫: ১৬-২৫
মঙ্গলসমাচার: যোহন ১৫: ২৬-২৭, ১৬: ১২-১৫

পঞ্চাশত্তমী রবিবার

আজ প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য একজন প্রকৃত বন্ধু প্রেরণ করেন। আমাদের এই সত্য ও বিশ্বস্ত বন্ধু হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। যিশু তাঁকে আমাদের পরামর্শদাতা বলে উল্লেখ করেছেন, যিনি সর্বদা আমাদের পক্ষ সমর্থন করে স্বর্গস্থ পিতার নিকট অনুক্ষণ অনুনয়-বিনয় করে থাকেন। তিনি আমাদেরকে দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার করেন এবং আপদকালে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। তিনি ত্রিত্ব-পরমেশ্বরে এক ও অভিন্ন। পবিত্র আত্মাই পরম পিতা ঈশ্বরকে একান্তভাবে জানতে ও মানতে আমাদেরকে প্ররোচিত করে থাকেন। তিনিই ত্রিত্ব-ঈশ্বরকে আমাদের পিতা ও বন্ধু ও সহায়ক রূপে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনিই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা আমাদের কাছে প্রকাশ করে থাকেন যেন আমরা বিশ্বাসপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী কাজ অবলোকন করতে পারি। তিনি আমাদেরকে অবিরত যিশুর শিষ্য হবার মন্ত্রণা দান করেন। পবিত্র আত্মার দানগুলি আমাদেরকে খ্রিস্টীয় জীবনে পরিপক্ক করে তুলে, আর আমরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে যিশুর মহান কীর্তির সাক্ষ্য হয়ে উঠি।

পঞ্চাশত্তমী ঘটনা আমাদেরকে শেষ থেকে শুরু করাকেই নির্দেশ করে। আমরা মঙ্গল সমাচারে প্রত্যক্ষ করি যে পবিত্র আত্মার অবতরণ যিশুর শিষ্যদের ভয়, সংশয় ও উদাসীনতার ইতি ঘটিয়ে মনোবল, বিশ্বাস ও প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে। তাই একজন প্রকৃত খ্রিস্টানের পঞ্চাশত্তমী অভিজ্ঞতা হলো: পুরাতন আমিকে পরিহার করে নতুন আমিকে পরিধান করা। এই নতুন আমি হলো খ্রিস্টে রূপান্তরিত জীবন। খ্রিস্ট হলেন আমাদের মস্তক, আর আমরা হলাম তাঁর দেহ। শত দুঃখ ও বঞ্চনার মাঝেও খ্রিস্টে আশ্রিত এই জীবনে আনন্দ ও শান্তির কোন কমতি থাকে না, কেননা পুনরুত্থান উৎসব আমাদেরকে অনন্ত জীবন প্রদান করে, স্বর্গারোহণ পার্বণ আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিত করে এবং পঞ্চাশত্তমী উপাখ্যান আমাদেরকে এমন একজন সহায়ক দান করে, যিনি আমাদের চিরস্থায়ী আবাসে অন্তহীন জীবন আস্বাদন করতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

পবিত্র আত্মা আমাদের এই বুঝ শক্তি জাগ্রত করেন যে আমরা সবাই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। ফলে ঈশ্বর ও সৃষ্টির সুসম্পর্কের মধ্যেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রকাশ। তাই পবিত্র আত্মা তাদেরকে ভালোবাসতে শিক্ষা দেন যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করতে অনুপ্রাণিত করেন যারা আমাদের ক্ষতিও সাধন করে। যেন আমরা স্বর্গস্থ পিতার স্নেহভাজন হয়ে উঠতে পারি, যিনি সৎ-অসৎ সকলেরই জন্য ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সূর্যের আলো, আর ধার্মিক-অধার্মিক সকলেরই ওপর নামিয়ে আনেন তাঁর বৃষ্টিধারা। দুর্দশায় ধৈর্য ধরতে এবং সমৃদ্ধিতে নম্র হতে পবিত্র আত্মাই আমাদেরকে কৃপারাশি দান করে থাকেন।

পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অবগত করেন যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে নিত্য বিরাজিত। তিনি এখনো আমাদের সাথে কথা বলেন। তিনি জগতের রূপান্তর সাধনকল্পে আমাদেরকে বিশ্বময় প্রেরণ করেন। এভাবে ঐশজনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলে খ্রিস্টমণ্ডলী। প্রকৃতপক্ষে, আমরাই মণ্ডলী। আমাদের সফলতাই মণ্ডলীকে উন্নীত করে, আর আমাদের বিফলতাই মণ্ডলীকে নমিত করে। তাই পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অনবরত অনুপ্রাণিত করেন যেন আমরা আমাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী সেবাকাজ অব্যাহত রাখি।

"নানা আধ্যাত্মিক দান রয়েছে, তবে যিনি তা দিয়ে থাকেন, সেই পবিত্র আত্মা কিন্তু এক। নানা সেবাকাজও রয়েছে, তবে যাকে সেবা করা হয়, সেই প্রভু কিন্তু এক" *(১ করিন্থীয় ১২:৪-৬)*। বৈচিত্র্যের মাঝেই একতা বিদ্যমান। পবিত্র আত্মা আমাদের অনেককে একত্রে সম্মিলিত করেন; আর এভাবেই মণ্ডলী গঠিত হয়। স্বতন্ত্র ও ভিন্ন হলেও আমরা কিন্তু সবাই সমান। আমরা সকলে একই পবিত্র আত্মার দান অন্তরে ধারণ করি। আমরা অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র আত্মা আমাদেরকে বিনামূল্যে ঐশরিক দানে ধন্য করেন। তাই আমাদের কতই না উচিৎ হবে নিজেদের জীবনকে সেবার অর্ঘ্য করে গড়ে তোলা! বিনম্র হৃদয়ে আনন্দপূর্ণ সেবাদানেই কেবল আমরা এই ধরণীতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারি। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রসূত। যথার্থরূপে, অন্যের সেবায় আপন জীবন উৎসর্গেই আমরা ঐশ জীবনে বৃদ্ধি লাভ করি।

ঢাকা খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড
রেজি নং- ৫৮৩, তারিখ- ২০/০৮/২০০৮ খ্রি
অপারেশনাল অফিস : বি কে জজ কনফারেন্স হল, ঢাকা ক্রেডিট প্রধান কার্যালয়,
৬ষ্ঠ তলা, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। মোবাইল : ০১৭৩২ ১৯৬ ৫৮৫।

সূত্র: ঢাকা হাউজিং/সেক্রেটারি/২০২৩-২০২৫/ [illegible] তারিখ: [illegible] এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকা খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সোসাইটির ১০ম মাসিক সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ২৫ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ-শনিবার, সকাল ১০:০১ মিনিটে সোসাইটির ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা (২০২২-২০২৩) অর্থবছরের ঢাকা ক্রেডিট বি. কে. জজ কনফারেন্স হল, ঢাকা ক্রেডিট প্রধান কার্যালয়, ৬ষ্ঠ তলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উল্লেখিত তারিখের সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে।

সুতরাং, সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পাশ বই অথবা হিসাব নাম্বার এবং বিজ্ঞপ্তি/প্রতিবেদন কপিসহ যথা সময়ে উপস্থিত থেকে ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

[illegible]
সভাপতি
ঢাকা খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড

[illegible]
সম্পাদক
ঢাকা খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড

বিজ্ঞ-১০৭/২৪

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ভাতিকান সিটির আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক দপ্তরের শুভেচ্ছা-বাণী

খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ : আসুন, একসাথে পুনর্মিলন ও সহনশীলতার মাধ্যমে শান্তির জন্য কাজ করি

প্রিয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বন্ধুগণ,

বৌদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবে আপনারা যখন স্মরণ করেন মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মহা পরিনির্বাণ লাভ এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভ উৎসব তখন এই সময়টি আপনাদের জন্যে পূজ্যপাদ এবং এই উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই; খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ আমাদের নিজ নিজ ঐতিহ্যের সুগভীরে যে মূল্যবোধগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে পুনর্মিলন, সহনশীলতা ও শান্তির জন্যে একত্রে কাজ করার বিষয়টি নিয়েও আমরা ধ্যান করতে পারি।

"যুদ্ধ আর কখনোই নয়, যুদ্ধ আর কখনোই নয়, শান্তি, একমাত্র শান্তি, যা সকল মানব জাতিকে তার গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করে!" জাতিসংঘে ৪ অক্টোবর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পলের দেওয়া বক্তব্যে তাঁর এমন আবেদনই উচ্চারিত হয়েছিল যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অসংখ্য আন্তঃধর্মীয় সভায় পনুরুচ্চারিত হয়েছে যাতে জগতের চারিদিকে যুদ্ধের কারণে যে ধ্বংস-যজ্ঞ, সে বিষয়ে ধিক্কার দিতে যেন নির্দেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন উপলক্ষ্যেই আমরা বিষয়টি তুলে ধরেছি, কিন্তু বিশ্বব্যাপী চলমান বিরোধ সংঘর্ষ আমাদের আহ্বান জানায় আমরা যেন বার বার নতুন করে শান্তি স্থাপনের জটিল বিষয়টির উপর মনোযোগী হই আর শান্তি বৃদ্ধির পথে সকল বাধাগুলোর মোকাবেলা করার কাজে আমাদের ভূমিকার বিষয়ে গভীর অনুধ্যান করি। উপরন্তু, আমাদের চলমান প্রার্থনা ও প্রত্যাশাগুলোর সাথে বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের তেজস্বী প্রচেষ্টা দাবী করে। যে সকল ঘৃণা এবং প্রতিহিংসার প্রবল বাসনা মানুষকে যুদ্ধের দিকে প্রভাবিত করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের আগ্রাসন দ্বারা মানবজাতি ও আমাদের সবার বাসস্থান এই পৃথিবীর উপর আঘাত করে সেগুলোকে বন্ধ করতে এবং যুদ্ধের ফলে মানবতার উপরে যেসব ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে নিরাময় করতে পুনর্মিলন ও সহনশীলতা জোরদারে আমাদের অঙ্গীকার দৃঢ় করা প্রয়োজন।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সহিংসতার মূল শিকড়গুলো যদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা না হয়, তবে শান্তির ঊষাকাল হবে একটা কল্পনা মাত্র; কারণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির জীবনে সাম্য ও ন্যায্যতা ছাড়া শান্তি ও পুনর্মিলন হতেই পারে না। "ক্ষমা ও পুনর্মিলিত হওয়ার অর্থ ভান করা নয়। একে অন্যের পিঠে আদর-সোহাগ করা এবং অন্ধ চক্ষু নিয়ে একটি ত্রুটিপূর্ণ সমস্যার দিকে তাকানোও নয়। সত্যিকার পূনর্মিলন হলে ভয়ংকর বিভৎসতা, অপব্যবহার, ক্ষতের যন্ত্রণা, মর্যাদাহানী এবং সত্য প্রকাশিত হয়।

আমাদের নিজ নিজ ঐতিহ্যে সত্য-সুন্দর যেসব শিক্ষাগুলো রয়েছে সেখানে ফিরে গেলে এবং যে সকল আদর্শ ব্যক্তিদের আমরা শ্রদ্ধা-সম্মান করি, যারা পূজ্যপাদ, তাদের জীবন দৃষ্টান্তের দিকে ফিরে তাকালে সেখান থেকে পুনর্মিলন এবং সহনশীলতার প্রচুর সাক্ষ্য দৃশ্যমান হয়। যখনই ক্ষমা অন্বেষণ করা হয় এবং ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কগুলো নিরাময় হয়, তখন যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো তারা পুনর্মিলিত হয় এবং সম্প্রীতি সংস্থাপিত হয়। সহনশীলতা ব্যক্তি ও সমাজের দুরবস্থা নিরসনে এবং ক্ষত থেকে সুস্থ হতে বলীয়ান করে। এটি উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য আশা ও সাহস সঞ্চার করে, কারণ এটি নির্যাতিত ও অপরাধসাধনকারী উভয়কেই বদলে দেয়। পুনর্মিলন ও সহনশীলতা এক সাথে একটি শক্তিশালী যৌথক্রিয়া গড়ে তোলে যা অতীতের ক্ষতগুলোকে নিরাময় করে, বন্ধনকে দৃঢ় করে, এবং সাহস ও আশাব্যঞ্জকতা নিয়ে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করাকে সম্ভব করে তোলে। আমাদের নিজ নিজ ধর্মের ঐতিহ্যগত উপাসনা ও আচার অনুষ্ঠানে পুনর্মিলন ও সহনশীলতাকে নিরাময়কারী ঔষধ হিসাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়; কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহীত সহিংসতা সত্যিই দুঃখজনক কিন্তু এর প্রতিবিধান করতে এবং সামরিক আগ্রাসন অথবা সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে যথাযথ উত্তর হলো এই নিরাময়কারী ঔষধ। পুনর্মিলন ও সহনশীলতা আমাদেরকে ক্ষমা করতে, ক্ষমা চাইতে, ভালবাসতে এবং নিজেদের মধ্যে, অন্যের সাথে এমন কি যারা আমাদের ক্ষতি করে তাদের সাথে শান্তিতে থাকতে শক্তি যোগায়।

গৌতম বুদ্ধদেব আমাদের অপরিসীম প্রজ্ঞা দান করেছেন কারণ "এই জগতে ঘৃণা দ্বারা কখনোই ঘৃণাকে প্রশমন করা যায় না। এটি কেবলমাত্র প্রেমপূর্ণ দয়ার দ্বারাই প্রশমিত করা সম্ভব" *(Dhamapada v. 5)*, একইভাবে সাধু পল যিশুর সীমাহীন ক্ষমার আহ্বানের সাথে সুর মিলিয়ে খ্রিস্টভক্তদেরকে অনুপ্রাণিত করেন যেন খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বর যে পুনর্মিলন-সেবাকাজের উদ্যোগ নিয়েছেন তারা তার বাস্তবায়ন করেন।

বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে যখন আমরা আপনাদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তখন পূজ্যপাদ মহা ঘোষানন্দ মহোদয়ের সীমাহীন প্রজ্ঞার কথাও স্মরণ করছি। তিনি এমনই পূজ্যপাদ ব্যক্তি ছিলেন যিনি কম্বডিয়ার ভয়ঙ্কর গণহত্যার সাক্ষী ছিলেন এবং ধর্মীয় শান্তির জন্যে ধম্মায়েত্রা তীর্থযাত্রার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যিনি আমাদের হৃদয় থেকে সকল হিংসা-বিদ্বেষ সরিয়ে দিতে প্রবল প্রেরণা দেন (*cf. Prayer for Peace*)। একইভাবে পোপ ফ্রান্সিস আমাদের নিশ্চিত করেন যে, "নবায়ন ও পুনর্মিলন আমাদের নতুন জীবন দিবে এবং আমাদের সবাইকে সকল ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করবে" (*Fratelli Tutti 78*)। যারা ছিল হিংস্র শত্রু তিনি তাদেরকেই সুপরামর্শ দেন যেন তারা "নিজেদের অনুশোচনা, সমস্যা এবং পরিকল্পনার কারণে ভবিষ্যতকে মেঘাচ্ছন্ন করে নয়, বরং অতীতকে স্বীকার করেই কিভাবে অনুতাপের অভ্যাস চর্চা করতে হয় তা শেখে" (*Fratelli Tutti, 226)*। আমাদের আপন ঐতিহ্যসমূহে যে মূল্যবোধগুলো দেখতে পাই সেগুলো পুনরায় আবিষ্কার করতে ও যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে এবং যেসকল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সেই মূল্যবোধগুলোকে মূর্ত করে আছেন তাদেরকে তুলে ধরার জন্যে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আমাদের একসাথে পথ চলতে হবে। এসব প্রার্থনাপূর্ণ চিন্তাচেতনা নিয়ে আমরা আপনাদেরকে বৌদ্ধপূর্ণিমা উৎসব সার্থকভাবে উদ্‌যাপনের শুভ কামনা করছি!

ভাটিকান থেকে প্রদত্ত, ৬ মে ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ।

মিগুয়েল এঞ্জল কার্ডিনাল আইযুসো গুইক্সোট, এমসিসিজে
প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

মন্সিনিয়র ইন্দুনিল কদিথুওয়াক্কু জানাকারাৎনে কানকানামালাগে
মহাসচিব

অনুবাদ: ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশনের শুভেচ্ছা-বাণী

বৌদ্ধ পূর্ণিমা মহোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের প্রতি

মূলসূর: হিংসা-বিদ্বেষ ছাড়ি, শান্তির সমাজ গড়ি

সুপ্রিয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভাই ও বোনেরা,

বৌদ্ধ পূর্ণিমা আপনাদের একটি প্রধান ধর্মীয় মহোৎসব, যে উৎসবে আপনারা আপনাদের পূজ্যপাদ গৌতম বুদ্ধের জীবন এবং তাঁর বাণীর আলোকে উৎসব উদযাপন করেন আনন্দপূর্ণ পর্বীয় আমেজে। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন আপনাদের পর্বীয় শুভেচ্ছা জানায়।

আমরা জানি ও জেনেছি যে, গৌতম বুদ্ধদেবের জীবন ছিল অনাসক্ত ও উর্ধ্বের প্রতি অনুরক্ত। তাই ধ্যানময়তা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ও প্রাধান্য। হিংসা, দলাদলি, প্রমত্ততা এবং নানাবিধ জাগতিক উগ্রতা তাঁর জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি। আর তাঁর অনুসারীগণও সেই মূল্যবোধে শিক্ষা লাভ করে, জীবন যাপন করেন।

বিগত অক্টোবর মাসে গোটা বাংলাদেশ থেকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে আসা অংশগ্রহণকারীগণদের চট্টগ্রামে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির ও শিক্ষালয় পরিদর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখেছিলাম প্যাগোডা, শিক্ষালয়, ইত্যাদি যা বলা যাবে ধ্যানালয়। একটি শান্তিময় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নিরামিষ আহারে তারা অভ্যস্থ।

এই বৌদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবে গৌতম বুদ্ধদেবের জীবন ও এমন-সব মূল্যবোধ আমাদের সবার জন্য একটি ধর্মীয় চেতনা ও প্রেরণা; যা আমাদের সবাইকে বর্তমান জগতের যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হিংসা-বিদ্বেষে তাড়িত না হয়ে শান্তি-সম্প্রীতির পথে চলতে শক্তি যোগায়।

বাংলাদেশে দক্ষিণ অঞ্চলেই অধিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাস, বৌদ্ধ মন্দিরগুলো ধর্মীয় শোভায় শোভিত।

বাংলাদেশের যত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছেন, তাদের সবার প্রতি রইলো আমাদের এই জাতীয় সংলাপ কমিশনের পক্ষ থেকে ভক্তি-প্রণাম ও পর্বীয় শুভেচ্ছা। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাদের জন্য কামনা করি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর আশীর্বাদ। বৌদ্ধ পূর্ণিমা আপনাদের জীবনকে আলোকময় করে তুলুক।

বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশনের

সম্প্রীতি দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহের ভাই ও বোনেরা,

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব ও পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্বের মধ্যবর্তী শুক্রবারকে 'সম্প্রীতি দিবস' হিসেবে ধার্য করেছে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী। কারণটি খুবই বাস্তবধর্মী ও শিক্ষার আলোক সঞ্চারী। পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব শিক্ষা দেয় ভিন্নতায় এক থাকতে এবং পবিত্র ত্রিত্ব শিক্ষা দেয় ত্রিব্যক্তি এক ঈশ্বরের ন্যায় মিলন সমাজ গড়ে তুলতে। এই দুটোই সম্ভব যখন শান্তি ও সম্প্রীতি থাকে অন্তরে, মনোভাবে, পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে। বর্তমান সময়ে যা প্রতি নিয়তই প্রয়োজন তা হল সবার প্রতি সম্প্রীতি প্রকাশ করা এবং সবাইকে সমান মর্যাদা দেওয়া। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, মানুষের মধ্যে আছে অপরিসীম মর্যাদা; তাই প্রতিটি মানুষকে মানব মর্যাদা দেবার আহ্বান রাখেন তিনি।

এবারের সম্প্রীতি দিবসের মূলসুর নেওয়া হয়েছে পোপ ফ্রান্সিসের পহেলা জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষের আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের শান্তির বাণীর অবয়বকে ঘিরে, আমেজকে ঘিরে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও শান্তি।" "বর্তমানের মানব-ব্যক্তি, মানব-সমাজ ও যুব-সমাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে অতি মাত্রায় ঝুঁকে যাচ্ছে ও ঝুঁকে গেছে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুক এবং আরো বহু বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বর্তমানে ব্যাপক। এগুলোর কল্যাণকর ব্যবহার প্রশংসনীয়। শিশুরা, যুবারা এগুলোর ব্যবহারে পটু। এগুলোর সুব্যবহারে জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নয়ন দৃশ্যমান ও নান্দনিক। তবে এর বিপরীতে যা হচ্ছে তা-ও চিহ্নিত করা অতি প্রয়োজনীয়। এগুলোই যেন "ঈশ্বর" হয়ে যাচ্ছে; পবিত্র উপাসনায়ও এগুলোর অপব্যবহার। এগুলোর মধ্যেই যেন তৃপ্তি ও শান্তি। ভুলে যাচ্ছে মানুষ, যুব-সমাজ, পাড়া-প্রতিবেশির সাথে সম্প্রীতি সংলাপ নিয়ে বাস করতে। এক সঙ্গে বসা, আলাপচারিতা, সমস্যা সমাধান, দুঃখ-কষ্টে একে অন্যের কাছে অবস্থান, টাটকা ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন ও আহার, নিজের কৃষ্টিতে গান-বাজনা ও নৃত্য পরিবেশন, এগুলোর মধ্যেই শান্তি-সম্প্রীতির প্রকাশ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজন, কিন্তু এটাই সব নয়। মানব প্রেম-প্রীতি ও সম্প্রীতিকে অক্ষুন্ন রেখেই এগুলোর ভারসাম্য ব্যবহার প্রয়োজন। আসুন ভিন্নতায় ঐক্য নিয়ে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মিলনকে বাস্তবায়ন করি অন্তরে, জীবন দৃষ্টান্তে, পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে। সম্প্রীতি দিবসের শত শুভেচ্ছা সবাইকে।

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
নির্বাহী সচিব
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সম্প্রীতি দিবস উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ/প্রার্থনা সভা

মূলসুর : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও শান্তি-সম্প্রীতি

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

প্রবেশ-গীতি

(১) আইস আমরা তাঁহার আবাসে যাই (গীতাবলী ৭)

(২) নন্দিত মনে, প্রভুর ভবনে (গীতাবলী ২২)

(৩) এসো তাঁর মন্দিরে (গীতাবলী ২১)

ভূমিকা : (সবাই বসবে)

সম্প্রীতি দিবসের উপর একটি সম্যক ধারণা: পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী এবং পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্বের পূর্ববর্তী শুক্রবারকে সম্প্রীতি দিবস হিসাবে পালন করতে বাংলাদেশ কাথ লিক বিশপ সম্মিলনী নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতি বছর এইভাবেই দিনটি নির্ধারণ করা হয়। তবে তারিখ বদল হয়; কারণ পঞ্চাশত্তমী ও পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্বের তারিখও প্রতি বছর এক থাকে না। এই বছর পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব মে মাসের ১৯ তারিখ এবং পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব ২৬ তারিখ। অতএব এই দুটি মহাপর্বের মাঝখানের শুক্রবার ২৪ তারিখ। তাই এই বছরের সম্প্রীতি দিবস হল মে মাসের ২৪ তারিখ শুক্রবার।

পঞ্চাশত্তমী বা পবিত্র আত্মার অবতরণ প্রকাশ করে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দান (শিষ্যদের ভাষায় ঈশ্বরের বাণী প্রচার; আর সেই একই বাণী বিভিন্ন ভাষার মানুষ তা বুঝতে পারছে, অনুধাবন করছে। এইখানে আমরা দেখতে পাই বিভিন্নতায় ঐক্য (Unity in Diversity)

পবিত্র ত্রিত্ব : পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তিনজনই এক ও একক। একক হিসাবেই প্রত্যেকে ভূমিকা পালন করেন। তিনজনই সমান। আবার তিনে মিলে এক ঈশ্বর। এখানে দেখি তিনটি একক মিলে এক। অর্থাৎ ত্রিত্বিক মিলন। পবিত্র ত্রিত্ব প্রকাশ করে এককত্ব ও মিলনত্ব: তিন একক মিলে এক। এক কথায় পঞ্চাশত্তমীর মধ্যে আছে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং পবিত্র ত্রিত্ব প্রকাশ করে তিন এককের মধ্যে ঐক্য। আর এই ঐক্যই হল সম্প্রীতি। সম প্রীতি। সমভাবে প্রীতি: প্রেম প্রীতি ভালবাসা; মিলন; এখানে নেই বড়, নেই ছোট।

পবিত্র ত্রিত্বের চেতনায় সম্প্রীতি : পবিত্র ত্রিত্বের পিতা, পুত্র ও পবিত্র আাত্মা, তিনজনই একক। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্র আাত্মা ঈশ্বর। আবার এই তিন একে মিলে এক ঈশ্বরের প্রকাশ। তিন এককের স্বরূপ ভিন্ন: পিতা সৃষ্টিকর্তা, পুত্র ত্রাণকর্তা, আত্মা জীবনদাতা, মন্ত্রণাদাতা, সহায়ক, শক্তিদাতা। এই ত্রিত্বের মধ্যে দেখি এককত্ব আবার মিলনত্ব বা একাত্মতা। তিনের মধ্যে মিলন বা ত্রিত্বিক মিলন মিলন (Trinitarian Communion) । আমরা কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ পবিত্র ক্রুশে চিহ্ন করে এই ত্রিত্বিক মিলন (Trinitarian Communion) প্রকাশ ও প্রচার করি। পবিত্র ত্রিত্বের মিলন স্থাপনে প্রয়াসী হই।

এবারের মূলসুর : সম্প্রীতি অর্থই সম প্রীতি। সবাইকে সমভাবে গণ্য করা, মূল্য দেওয়া; স্বীকৃতি দেওয়া, প্রত্যেকের একক সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমেই এবারের মূলসুরের আলোকে বলা যায় যে, বর্তমানের একটি প্রবনতা হল: বেড়ে উঠার জন্য, প্রগতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই যথেষ্ট। মোবাইল, ইন্টারনেট; বিবিধ নেটওয়ার্ক; ফেইসবুক; এবং আরো হরেক রকম অত্যাধুনিক কৃত্রিম ডিভাইস যেন মানবজীবনের সব। কিন্তু না। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস শান্তি দিবসে তাঁর বাণীতে এগুলোকে অস্বীকার না করে একই সাথে মানব মূল্যবোশ শান্তি সম্প্রীতি, প্রেম-ভালোবাসার কথা তুলে ধরেছেন। এর আলোকেই এবারের সম্প্রীতি দিবসের চিন্তা চেতনা : **শুধুই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নয়, প্রেম-প্রীতি-সম্প্রীতি সাথে রাখতে হয়।**

এবারের সম্প্রীতি দিবস পড়ছে ২৪ মে শুক্রবার। তবে এই তারিখ ছাড়াও অন্য যে কোন দিন বা শুক্রবার সম্প্রীতি দিবস পালন করা যায়।

পবিত্র খ্রিস্টযাগ

(সকলে দাঁড়ালে পৌরহিত্যকারী যাজক পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু করেন)

প্রারম্ভিক রীতি : ক্রুশের চিহ্ন ও প্রীতি সম্ভাষণ

পুনর্মিলন রীতি

মহিমাস্তোত্র : জয় পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বলোকে জয় : *(সবাই জানে এমন সুরেই মহিমাস্তোত্রটি গাওয়া সঙ্গত।)*

উদ্বোধন প্রার্থনা :

হে পিতা পরমেশ্বর, এই সম্প্রীতি দিবসে আমরা তোমার নামে আজ একত্রিত হয়েছি।

তোমার সৃষ্টিকে অধিকতর সুন্দর ও বিচিত্র করার জন্য তুমি আমাদের দিয়েছ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

অনুনয় করি তোমায়: আমরা যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সঠিক ও সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে প্রেম-প্রীতি, শান্তি-সম্প্রীতিকে আমাদের জীবনে প্রকাশ করতে পারি।

পবিত্র আত্মার সংযোগে, তোমার সঙ্গে হে পিতা জীবনময় ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর-রূপে যুগে যুগে বিরাজমান, তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে।

সকলে : আমেন।

বাণী ঘোষণা

প্রথম পাঠ ইসাইয়া ৪৫: ১৮, ২১-২৫

(দ্রষ্টব্য : বাণীবিতান দ্বিতীয় ভাগ, দৈনিক পাঠ সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, বিশেষ পূজনকাল পৃষ্ঠা ৪৪)

ধুয়োসহ সামসঙ্গীত ৮১ ৫-১০, ১৩, ১৬ (দ্রষ্টব্য : বাণীবিতান দ্বিতীয় ভাগ, দৈনিক পাঠ সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, বিশেষ পূজনকাল পৃষ্ঠা ১৮৯)

দ্বিতীয় পাঠ : যাকোব ৩:১৩-১৮

বাণী-বন্দনা

জয় জয়, প্রভুর জয়

প্রভু বলেন: আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি। -

জয় জয়, প্রভুর জয় !

মঙ্গলসমাচার যোহন ১৪ : ২৭-২৯

১। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে মানুষ, বিশেষভাবে যুবসমাজ অতি মাত্রায় প্রভাবিত। মোবাইল, ইন্টারনেট হয়ে যাচ্ছে যেন এক কৃত্রিম "ঈশ্বর"। এর ফলে পরিবারে বাড়ছে একাকিত্ব; সবাই যেন এই বুদ্ধিমত্তার দিকে আসক্ত। এই বাস্তবতা একটি বিপদ সংকেত বৈকি!

২। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারকে অস্বীকার করেন নি; তবে এর উপর অতি নির্ভর ও আাসক্তিকে ভয়ানক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এর দ্বারা যে, শান্তি সম্প্রীতি একদিকে পড়ে থাকছে; একাত্মতা, মিলন (পারিবারিক, সামাজিক) হ্রাস পাচ্ছে তিনি সেই দিকটা তুলে ধরেছেন। আহ্বান জানিয়েছেন মানবীয় মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করে সেভাবে জীবন যাপন করতে।

৩। প্রকৃত উৎস ঈশ্বর : সমস্যা হল বর্তমান সময়ে, আাধুনিক এই আবিষ্কার-জগতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অতি দ্রুত সবকিছু সমাধান, সম্পাদন করে ফেলছে; করেছে। জগতকে যেন হাতের মুঠোয় নিয়ে আাসছে। ক্ষণিকের আাবিষ্কারে প্রকৃত শান্তি নিয়ে আসেনা। তাই এর অশুভ ফল হল বুদ্ধিমত্তার উৎস যিনি, সেই ঈশ্বরকেই মানুষ যেন ভুলে যেতে বসেছে। ঈশ্বরবিশ্বাস হচ্ছে ক্ষীণ। কিন্তু আজকের প্রথম পাঠ ও সামসঙ্গীত বলছে "আমিই ভগবান; সবকিছুর উর্ধ্বে। যিশু বলছেন আমার শান্তি প্রকৃত শান্তি!"

৪। প্রেম-প্রীতি ভালোবাসাসহ মঙ্গলসমাচারীয় মূল্যবোধগুলো প্রচারেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা যায়। ফ্লিম, ভিডিও, টুইটার, ফেইসবুকের মধ্য দিয়েও বাণী প্রচার করা যায়, কাথলিক ধর্মশিক্ষা প্রচার করা যায়। প্রয়োজন এই দুইয়ের সমন্বয়। এইভাবেই জীবন হয় আনন্দময়, শান্তিময়।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

১। আমাদের পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের জন্য প্রার্থনা করি। এক সাথে পথ চলার যে শুভ আন্দোলন তিনি শুরু করছেনে, তা যেন গোটা কাথলিক বিশ্বে বাস্তবায়িত হয়, আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।
সকলে : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

২। শুধু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর একচেটিয়াভাবে নির্ভরশীল হয়ে নয়, মানব মূল্যবোধের আলোতে আমরা যেন আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারি, আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

সকলে : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৩। যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে, তাতে পুরো আসক্ত হয়ে ঈশ্বর ও তাঁর আদেশ ভুলে যাচ্ছে, তারা যেন আদের ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থা থেকে ফিরে আসে এবং প্রকৃত শান্তির আস্বাদন করতে পারে, আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

সকলে : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৪। আজকের এই সম্প্রীতি দিবসে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি, আমরা যেন প্রথমে মন অন্তরে, মনোভাবে, আচার আচরণে সম্প্রীতি ও শান্তি প্রকাশ করতে পারি, আমরা প্রত্যেকেই যেন শান্তি-সম্প্রীতির মানুষ হয়ে উঠি, আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

সকলে : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৫। আমরা যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দাস হয়ে না পড়ি; ঈশ্বরের দয়া, প্রেম ভালবাসার উপর নির্ভরশীল হয়ে প্রাত্যহিক জীবনের সকল কাজ সম্পাদন করি; আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

সকলে : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৬। আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতি বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে আমরা যেন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে জীবন ভিত্তিক সম্প্রীতি প্রকাশ করতে পারি; আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

সকলে : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

(অন্যান্য উদ্দেশ্য নীরবে)

প্রার্থনা : হে প্রভু, বিশ্বাস, আশা ও ভরসা নিয়ে আমরা যে-সকল উদ্দেশ্য প্রার্থনা তোমার চরণে নিবেদন করলাম তা তুমি সদয় হয়ে গ্রহণ ও পূরণ কর। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে।

সকলে : আমেন।

খ্রিস্টপ্রসাদীয় রীতি : অর্ঘ্য প্রস্তুতি

অর্ঘ্য শোভাযাত্রা : (নির্দিষ্ট কয়েকজন পিছন থেকে অর্ঘ্য সামগ্রী শোভাযাত্রা করে পৌরহিত্যকারী যাজকের হাতে তুলে দিবে)

অর্পণ গীতি :

আশীষ কর এই দান (গীতাবলী ১৪৬)

শান্তির চির সঙ্গী হে মোর (গীতাবলী ১৯৭)

অঞ্জলী ভরি এসেছি প্রভু (গীতাবলী ১৪৩)

পৌরহিত্যকারী যাজক : ভাইবোনেরা প্রার্থনা কর -------- হয়।

সকলে : তাঁর নামের প্রশংসা ----------হয়।

অর্পণ প্রার্থনা

হে পরম পিতা, আমাদের অর্ঘ্য এই রুটি ও দ্রাক্ষারস হল শান্তি-সম্প্রীতি ও মিলনের প্রতীক যা তোমার আশীর্বাদে রূপান্তরিত হবে শন্তিরাজ যিশু খ্রিস্টের আত্ম বলিদানে।

হে পিতা অনুনয় করি তোমায়, এই উৎসর্গের ফলে সকল মানুষের মধ্যে যেন শান্তি-সম্প্রীতি একতা ও মিলন আরো বাস্তবভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে।

সকলে : আমেন।

ধন্যবাদিকা স্তুতি

প্রভু তোমাদের সহায় থাকুন
আপনারও সহায় থাকুন

তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর
আমরা তা ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করেছি

এসো আমাদের ঈশ্বর প্রভুর ধন্যবাদ করি
ইহা বিহিত ও ন্যায্য

হে পিতা, হে মিলন-বিধাতা,

বন্দনা করি তোমায়, করি তোমারই জয়গান !

মানব-সংসারে নিত্য সক্রিয় তোমার প্রেমের শক্তি ! ধন্য তুমি, ধন্য !

যেখানে বিভেদ, যেখানে বিবাদ,

তুমি সেখানে জাগিয়ে তোল মিলনের ব্যাকুলতা।

তোমার প্রেমময় আত্মাকে প্রেরণ ক'রে

তুমি মানুষের মনে এমন পরিবর্তন ঘটাও যে,

দূর হয়ে ওঠে নিকট, পর হয়ে ওঠে আপন,

শত্রুই শত্রুর হাতে পরিয়ে দেয় মিলন রাখি,

সকল দেশ ও সকল জাতির মানুষ হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলে শান্তির সন্ধানে। ধন্য তুমি ! ধন্য !

শান্তির আকাংখা যেখানে বিদ্বেষকে জয় ক'রে দেয়, যেখানে করুণার সিঞ্চনে নির্বাপিত হয় ক্রোধের বহ্নি, ক্ষমার মধ্য দিয়ে ঘৃণার অবসান হয়, সেখানেই আমরা উপলব্ধি করি তোমার প্রেমশক্তির অপরূপ মাহাত্ম। ধন্য তুমি ! ধন্য !

তাই আমরা আজ বন্দনা করি তোমার, করি তোমারই জয়গান ; নিখিল সৃষ্টির সঙ্গে, সকল স্বর্গদূতের সঙ্গে সমস্বরে গাই তোমারই মহিমাগান-

সকলে : পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য... ,,, ,,,

খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা : ২ (প্রভুর স্মরণ-উৎসব বই দেখুন)

পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ রীতি

(প্রভুর প্রার্থনাটি সম্প্রীতির চিহ্ন হিসাবে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে আবৃতি বা গান করা যেতে পারে)

শান্তি বিনিময়: হাত জোড় ক'রে ঈষৎ মাথা নত করে পরস্পরকে ভক্তির সাথে শান্তি প্রদান করবে।

পুণ্য মন্ত্রপূত রুটি-খণ্ডন : (যাজক)

সকলে : আবৃতি বা গান ঃ হে ঈশ্বরের মেষশাবক, বিশ্বপাপহর ... ...

খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ :

যাজক: এই দেখ-------- ---- নিমন্ত্রিত।

সকলে : প্রভু,---------- নিরাময় হবে।

প্রসাদ গীতি :

শান্তি যেখানে সেখানে আমি তো আছি (গীতাবলী ২২১)

আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড় (গীতাবলী ২১৩)

বাঁধে যে রুটিকা সবারে সবার সনে (গীতাবলী ২৩৮)

সমাপন প্রার্থনা

হে পরম পিতা, তোমার পুত্র যিশু খ্রিস্টের এই পুণ্য ভোজে অংশগ্রহণ ক'রে আমরা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান হয়েছি। তোমায় জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অনুনয় করি তোমায়: এই বর্তমান জগত-সংসারে আমরা যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানবীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে বিবেকবান মানুষ হয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। এই প্রার্থনা করি প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।।

সম্প্রীতি দিবসে বিশেষ আশীর্বাদ

যাজক: সান্ত্বনাদাতা পরমেশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন। তোমাদের জীবনের দিনগুলি শান্তি-সম্প্রীতির মিলনসুখে বাহিত করুন।
আমেন॥

পরমেশ্বর আশীর্বাদ করুন-নিছক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপরিমিতি ব্যবহার এবং অশুভ আসক্তি থেতে তোমাদর মুক্ত করুন, তোমাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলুন মানব মূল্যবোধের চেতনা
আমেন॥

পরমেশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন ---

তোমাদের অন্তরে জাগ্রত হোক বিশ্বাস আশা ও ভালবাসার প্রেরণা, শান্তি সম্প্রীতির চেতনা; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানবমূল্যবোধ সমন্বয়ে জীবন পরিচালনার সাধনা। আমেন॥

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন আমেন।

পৌরহিত্যকারী : যাও, জগতে ঘোষণা কর সম্প্রীতির মঙ্গলসমাচার।

সকলে : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সমাপন গীতি :

(১) আমায় তোমার শান্তির দূত (গীতা ২২০)

(২) হাতে হাতে হাত ধরে (গীতা ২৬৫)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: শান্তির দূত বা অশান্তির দৈত্য

ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা ওএমআই

প্রাক-কথন: পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সাতান্নতম "বিশ্ব শান্তি দিবস" উপলক্ষে জানুয়ারি ১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও শান্তি" এ শিরোনামে তাঁর মূল্যবান বাণী বা বার্তা দিয়েছেন। খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্ত, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস অনুসারী এবং সর্বোপরি কল্যাণকামী সকল মানুষের কাছে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান, জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে" একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে আমরা সবাই যেন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কারণ "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত প্রতিটি ব্যক্তিমানবের সমষ্টিগত এক মহাসম্পদ। এর উৎস হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার প্রেমময়তার "সৃজনী" শক্তির নিঃস্বার্থ দান। ব্যক্তিমানুষকে তিনিই তা দান করেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" বিজ্ঞানের একটি অনন্য অবদান। যার শান্তিময় ব্যবহার মানব সভ্যতা ও মানবজাতিকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মিলন-পরিবার স্থাপনে অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সহায়ক হবে। আবার এর অশান্তিময় ব্যবহার মানবজাতিকে পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষমতাও রাখে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ নবযুগে এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকজন বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তির দূত হয়ে উঠতে পারি। পুণ্যপিতার বাণীর আলোকে এ লেখায় তাই তুলে ধরা হয়েছে।

১। বিজ্ঞানের জয়গাঁথা ও প্রযুক্তির শান্তিময় ব্যবহার: পবিত্র বাইবেল আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, "মানুষকে পরমেশ্বর তাঁর আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন, যেন সবরকম শিল্পকর্মে তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকে" *(যাত্রাপুস্তক ৩৫: ৩১)*। তাই মানুষের বুদ্ধিমত্তা তাঁর প্রদত্ত মর্যাদার প্রকাশ। যা মানুষকে ঐশ ও মানবীয় মর্যাদা দান করেছে। পরমেশ্বর বললেন, 'এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ সৃষ্টি করি' *(আদিপুস্তক ১:২৬)*। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল, 'বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান' বাইবেলের বাণীর আলোকে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'ঈশ্বর প্রদত্তদানের সদ্ব্যবহার এবং পরিশ্রম করে আমরা আমাদের জীবনকে আরও উন্নত করতে আহূত। সর্বোপরি এ জগতকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে তোলার জন্য নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ' *(নম্বর ১ ও ২)*।

মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত তার মেধাশক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রযুক্তির নিত্যনতুন, উদ্ভাবন ও অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধন করে যাচ্ছে। যা আমরা ডিজিটাল জগতে লক্ষ্য করে থাকি। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রযুক্তি ও ডিজিটালের নানাবিধ ডিভাইস এর ব্যবহার মানুষের চিন্তায়, চেতনায়, মননে ও আত্মিকবোধে গভীর ছাপ রাখছে। বিজ্ঞানের মহৎ আবিষ্কারগুলোর কল্যাণময় ব্যবহার করে জগতে শান্তি স্থাপন করতে আমরা জোরালো অবদান রাখতে পারি। আবার এগুলোর স্বার্থপর ও অপব্যবহার করে জগতকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করতে পারি।

২। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষৎ-অপার সম্ভাবনাময় ও অকল্পনীয় ঝুঁকি: যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির উত্তরোত্তর ব্যবহার, বিশেষত ইন্টারনেট জগতে এর ব্যবহার এ পৃথিবীতে ও মানুষের মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে নিয়ত হাজির হচ্ছে। তীব্র গতিতে ও মুহূর্তের মধ্যে মানুষ পরস্পরের সাথে যুক্ত হতে পারছে। এর প্রভাব কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থায়, ব্যবহার-আচরণ, নীতি ও ধর্মীয়বোধ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সবত্রই লক্ষ্যণীয়। এগুলোর সঠিক ব্যবহার একদিকে আমাদেরকে বহুবিধ সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে করে দিচ্ছে। আবার এগুলোর অপব্যবহার আমাদেরকে পরাধীন ও অন্যের দাসে পরিণত করছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কার, এর অপার সম্ভাবনাময় উৎকর্ষ সাধন এবং ব্যবহার সম্পর্কে আমরা এ যাবৎ যা জানতে পারছি, এর শান্তিময় বা অশান্তিময় অথবা কল্যাণময় বা অকল্যাণময় ব্যবহারের সঠিক কোন পূর্ব বা প্রাক-ধারণা দেওয়া এখনো পর্যন্ত তা প্রায় অসম্ভব। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, এর শান্তিময় ও কল্যাণময় ব্যবহার পুরোটাই নির্ভর করে মানুষের সঠিক নীতিগত সিদ্ধান্তের উপর। আর মানব-কল্যাণময় ও শান্তিময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্ভর করে অত্যন্ত বলিষ্ঠ একটি নৈতিক নীতিমালার উপর। এ নীতিমালা হতে হবে সর্বজনীনভাবে পালনীয়, মানব মার্যাদা রক্ষা ও সম্প্রসারণে সহায়ক, স্বচ্ছ, ন্যায্য, সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, যৌক্তিক, অধ্যাত্মবোধ প্রসূত, মানব-জীবন রক্ষাকবচ, সকলের গ্রহণযোগ্য, আস্থাভাজন ও টেকসই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সূচনাধাপ থেকে অদ্যাবধি এর অকল্পনীয় সম্ভাবনাময় উৎকর্ষ সাধন এবং বৈচিত্রময় ব্যবহার সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে তা থেকে এ প্রতীয়মান হয়-শিক্ষা, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, সামাজিক, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানব বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ এর ব্যবহার হবে অসীম। মোট কথা, এর নৈতিক-দায়িত্বশীল-ন্যায্য-মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার শান্তিময়-কল্যাণময়-ভ্রাতৃত্বময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার অপার সম্ভবনা রয়েছে। অন্যদিকে এর অনৈতিক ও আত্মকেন্দ্রিক ব্যবহার ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠতে বাধ্য। নৈতিকতা-বির্বজিত বিশ্ব কারও কাম্য হতে পারে না।

৩। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা-ঈপ্সিত ভবিষ্যতের প্রযুক্তি-স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিখতে-জানতে-ব্যবহারে সক্ষম আমাদের ব্রহ্মাণ্ড অসীম বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ, জটিল-স্বপ্নপূরণের বিচরণক্ষেত্র। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। যারা পরমেশ্বরের স্বরূপ ও প্রতিরূপ ধারণকারী। তাঁর দানকৃত বুদ্ধিমত্তা সসীমতায় সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এর সুন্দরতম প্রকাশ অপূর্ব।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎসস্থল হচ্ছে পরমেশ্বরের দানকৃত প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি-যান্ত্রিক প্রকাশ। উপরন্তু, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদদের সম্পদ নয়। মূলত এ হচ্ছে সমষ্টিগত মানব সম্পদ। প্রতিটি ব্যক্তিমানবের প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তার ব্যক্তিক ও সমিষ্টগত প্রকাশ। এর শুভ ব্যবহার মানুষে-মানুষে জীবনময়-ভ্রাতৃত্বময়-শান্তিময় সুসম্পর্ক স্থাপনে জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এর কু-ব্যবহার মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতেও সক্ষম।

৪। টেকনিকেট্রিক মানদণ্ডে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সীমিত: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে অ্যালগরিদম কাঠামোর আওতায় বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিক-ব্যবহারিক প্রকাশ যা কম্পিউটার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করে তুলে। প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল যেমন সত্য, তেমনি এর পরাক্রমশীল, কৌশলী, নিপুণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যাপক। মানব-কল্যাণ ও শান্তি স্থাপনে এর ব্যবহার বিপুল সম্ভাবনাময়। আবার, এর 'প্রমিথিউস' ব্যবহার মানব-সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। গ্রীক পুরাণে, 'প্রমিথিউস' টাইটান দৈত্যদের একজন। দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করে সে মানুষকে দিয়েছিলেন। উদ্ভাবক, সৃজনশীল, মৌলিকত্ব, কর্তৃত্বপরায়ণ, দুর্ভোগ ও ধ্বংস আনয়নকারী হিসাবে খ্যাত।

তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবকগণ ও উৎকর্ষ সাধনকারী প্রযুক্তিবিদ ও বৈজ্ঞানিকগণ, কোন রাষ্ট্র, সমাজনেতা, কর্পোরেট কোম্পানী, সমরনেতা বা কু-মতলবী ব্যক্তি বা সমিষ্ট 'প্রমিথিউস' দেবতা হয়ে ওঠে এর ফলাফল

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায় ....

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

মানিক উইলভার ডি কস্তা

এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী?

মানবিক বুদ্ধিমত্তাকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, বিশেষতঃ কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহার করে প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াকে বলে *artificial intelligence* বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ রয়েছে: ক) শিক্ষা গ্রহণ (তথ্য এবং তথ্য ব্যবহারের নিয়ম গ্রহণ), খ) যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ (আনুমানিক বা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর নিয়ম ব্যবহার), এবং গ) স্ব-সংশোধন। প্রযুক্তি ও এপ্লিকেশনে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হতে পারে একেবারে মৌলিক ও সাধারণ থেকে শুরু করে জটিল ও ব্যাপক উন্নত সিস্টেমের *এলগরিদম* পর্যন্ত, যাতে করে সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরবরাহকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি সম্ভাব্য কার্যপত্র বা সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি দ্রুত বিকাশমান ক্ষেত্র এবং আমাদের জীবনের নানাবিধ দিক যেমন স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিনোদন, অর্থনীতিতেও বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম। এর নানাবিধ ভূমিকার মধ্যে বর্তমান সময়ের আলোচিত বিষয় হচ্ছে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা।

বৈশ্বিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সত্যিই ভূমিকা রাখতে সক্ষম?

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি ব্যবহার করে ধর্মীয় সহনশীলতা, দ্বন্দ্ব নিরসন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিচালনা করা সম্ভব যা শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে। কয়েকটি ভূমিকা আলোকপাত করা হলো।

১. শিক্ষা এবং বোঝাপড়া: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষামূলক প্ল্যাটফরমগুলো মানুষের মত বিশেষ কোন ধর্মীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়। ফলে এগুলো বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং ব্যাপকভাবে তথ্য দিতে সক্ষম। এভাবে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রস্তুত করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধর্মীয় সহনশীলতা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

২. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: *এআই চ্যাটবটস* বা *ভার্চুয়াল এ্যাসিস্ট্যান্ট* জাতীয় *প্রোগ্রাম* বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, পারস্পরিক সম্মানজনক আলোচনাকে উৎসাহিত করে, সহানুভূতিশীল আচরণ ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কার্যক্রমে দৃষ্টিগ্রাহ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৩. ভাষান্তর এবং যোগাযোগ: ভাষার বৈচিত্র্যে সৃষ্ট দুর্বল যোগাযোগ মানুষে মানুষে সহজেই বিভাজন আনে। *এআই* ব্যবহৃত অনুবাদ *প্রোগ্রাম*গুলো এই বিচিত্রতাকে সম্পদে রূপান্তর করতে পারে। এতে করে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মাঝে আরো কার্যকর ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল যোগাযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৪. বিষয়বস্তু পরিমার্জন: কখনো কখনো আমাদের বিভিন্ন বক্তব্য বা লেখনীতে অচেতনভাবে অন্য বিশ্বাসী মানুষ আঘাত পেতে পারে। প্রস্তুতকৃত বিষয়বস্তু *এআই* প্রযুক্তি ব্যবহার করে যাচাই-বাছাই করে এই ধরণের তিক্ততা বৃদ্ধিকারী বক্তব্য চিহ্নিত করে পরিমার্জন করা সম্ভব। এছাড়াও সরকার চাইলে *এআই* প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধর্মীয় অসহনশীলতা সৃষ্টির জন্য দায়ী বিভিন্ন *ইন্টারনেট কন্টেন্ট* চিহ্নিত করে দ্রুততার সাথে সেগুলো পরিমার্জন বা প্রয়োজনে অপসারণ করতে পারে।

৫. সাংস্কৃতিক সুরক্ষা: বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত করা এবং সংরক্ষণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় শিক্ষা, ও সংস্কৃতিকে *ডিজিটালাইজেশনে এআই* সহায়তা করতে পারে যেন সেগুলো কখনোই ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছ থেকে হারিয়ে না যায়।

৬. বিরোধ নিষ্পত্তি: *এআই* চালিত মধ্যস্থতাকারী *প্ল্যাটফরম*গুলি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করে বিবদমান পক্ষসমূহের মাঝে সংলাপ সহজতর করতে এবং ধর্মীয় পার্থক্যের সাথে জড়িত দ্বন্দ্ব এবং বিরোধসমূহ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

এআই প্রযুক্তি সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় বৈচিত্রের প্রতি বৃহত্তর বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং মর্যাদাপূর্ণ মনোভাব বৃদ্ধি করে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষের মাঝে বৃহত্তর সম্প্রীতি ও সংহতি রক্ষায় অবদান রাখতে সক্ষম। তবে কথা হলো, এই প্রযুক্তিগুলি মানুষ আবিষ্কার করেছে এবং *সিস্টেমে* ব্যবহৃত *লজিক*সমূহ মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট। তাই মানুষকেই সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং সম্ভাব্য পক্ষপাতমূলক আচরণকে বিবেচনায় রেখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা *সিস্টেম*কে নৈতিকভাবে এবং দায়িত্বের সাথে উন্নয়ন এবং ব্যবহার করতে হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিষয়ে মণ্ডলী কী ভাবছে?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও উন্নয়নের প্রতি মণ্ডলী সচেতন। একে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করার জন্য *পন্টিফিকাল একাডেমি অব সাইন্স* ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সম্মেলন আয়োজন করেছিল। উক্ত সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা"। একই *একাডেমি* ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং গণতন্ত্র" শীর্ষক অপর একটি সম্মেলন আয়োজন করে। *পন্টিফিকাল একাডেমি অব সাইন্স* এবং *পন্টিফিকাল একাডেমি অব সোস্যাল সাইন্স* যৌথভাবে ভাতিকানে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬-১৭ মে তারিখে আয়োজন করেছে "*রোবোটিক্স*, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মানব সমাজ: বিজ্ঞান, নৈতিকতা এবং নীতিমালা" শীর্ষক অপর একটি সম্মেলন।

সম্মেলনের আগে প্রকাশিত *নোটে মেশিন লার্নিং* (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা/ *এআই*) এবং *রোবোটিক্সের* সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং মানবসমাজে এর সুবিধা ও অসুবিধা বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ এবং বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলন আয়োজকবৃন্দ বলেন ওষুধ ও স্বাস্থ্য সেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন, উৎপাদন, কৃষি এবং সশস্ত্র সংঘাতের মত ক্ষেত্রে এই উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব আছে। তারা বলেন যে রোবোটিক্স এবং এআই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারে যতটা মনোযোগ দেয়া হচ্ছে, ততটা মনোযোগের সাথেই সহভাগিতাপূর্ণ মানবসমাজের সাথে এগুলোর সংযোগ এবং সম্ভাব্য পরিণতি বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনে কাজ করা দরকার। সম্মেলনটি আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল *এআই* এবং *রোবোটিক্সের* বর্তমান গবেষণার ফলাফলগুলি পরীক্ষা করার পাশাপাশি এর দ্বারা সমাজের মঙ্গল, শান্তি এবং টেকসই উন্নয়নের ঝুঁকি এবং সাথে সাথে নৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয়সমূহের উপরে এআই ও *রোবোটিক্স* প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা। সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন এবং উচ্চ আয়ের দেশ, গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ, যুব ও বয়স্কদের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করে 'মানবব্যক্তি বনাম *রোবট*'

সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে গবেষণা করা। তারা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পরিবর্তনশীল চরিত্র বিশ্লেষণে *এআই* এবং *রোবোটিক্স* প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ বিষয়টি গভীরতরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে দাভোস-এ অনুষ্ঠিত *ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের* প্রতি দেয়া এক বাণীতে তিনি আবেদন জানান যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, *রোবোটিক্স* এবং অন্যান্য প্রযুক্তির উদ্দেশ্য হয় মানবতার সেবা এবং এবং আমাদের বসতবাটি পৃথিবীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এর আগে *লাউদাতো সি* শীর্ষক প্রৈরিতিক পত্রে তিনি বলেছেন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মানব জীবনের মানোন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু একইসাথে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে একই অনুপাতে মানবিক দায়িত্ব, মূল্যবোধ এবং বিবেকের বিকাশ ঘটেনি।

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পোপ ফ্রান্সিস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, মানবতার উপরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব সম্পর্কে তিনি উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। তিনি নিশ্চিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সকল মানুষের কল্যাণে, বিশেষতঃ যারা সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ তাদের কল্যাণে নৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের একটি সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি *এআই*-এর অগ্রগতিতে নৈতিক প্রভাব গভীরভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাদের অনুরোধ করেন যেন *এআই* মানব মর্যাদা, সমতা এবং সংহতির নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী ধরণের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে?

ক) দ্বন্দ্ব নিরসন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি সম্ভাবনাময় ব্যবহার হতে পারে দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী যাবতীয় ঘটনার বিপুল সংখ্যক তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে *এআই* সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের একটি পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। অধিকন্তু, *এআই* দ্বন্দ্ব নিরসনে এমন সমাধান দিতে সক্ষম যা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং জড়িত সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষায় অগ্রাধিকার দেয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় এবং মানবিক সৃষ্টিশীলতার মিশেলে কোন দেশের জন্য এমন বৈদেশিক এবং কূটনৈতিক নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব যেন বিবদমান দেশগুলিকে গঠনমূলক সংলাপ ও আলোচনায় অংশ নিয়ে দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

খ) সম্পদের সুষম বন্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা: সম্পদের অপ্রতুলতা বৈশ্বিক অশান্তি ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। সমাজে কি চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে অনুযায়ী সম্পদ কোথায় কিভাবে পাওয়া যায়, সম্পদ সংগ্রহ ও বন্টনের জন্য কেমন দক্ষতা প্রয়োজন, ইত্যাদি তথ্য প্রদান করে *এআই* সহায়তা করতে সক্ষম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের কর্মকৌশল প্রণয়ন করে দ্বন্দ্বের সুপ্ত কারণসমূহ নিরসন করতে পারে এবং এভাবে বিভিন্ন জাতি ও সমাজের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই সৌহার্দ্য নিশ্চিত করতে পারে।

গ) সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতমূলক আচরণ চিহ্নিত করে তা প্রশমিত করার সক্ষমতা *এআই*-এর রয়েছে। এই সক্ষমতা ব্যবহারে সামাজিক বৈষম্য মোকাবিলা করা সম্ভব। চাকরিতে নিয়োগ থেকে শুরু করে বিচারিক ব্যবস্থা পর্যন্ত *এআই এলগরিদম* ব্যবহারে বৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব। অধিকন্তু, *এআই* চালিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় ভৌগোলিক অবস্থান বা আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকলের জন্য একীভূত এবং মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করতে পারে যা সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠায় জরুরী।

ঘ) বৈশ্বিক নিরাপত্তা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী নজরদারি, *সাইবার* নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়ার দক্ষতা উন্নয়ন করতে পারে। স্বয়ংক্রিয় *এআই* প্রযুক্তি মানুষের চাইতে অধিকতর দক্ষতার সাথে মানবতার উপরে হুমকি সনাক্ত করতে এবং তাতে সাড়া দিতে পারে। ফলে দ্রুততার সাথে সশস্ত্র সংঘাত এবং সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি প্রশমন করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের *রিয়েল টাইম ডাটা* বিশ্লেষণ করে, জরুরী সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব জীবন বাঁচাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপার সম্ভাবনা এবং ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে নানাবিধ ক্ষেত্রে। তথাপি, কিছু চ্যালেঞ্জ এবং নৈতিক বিষয়ও গভীরভাবে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। *এআই* কর্তৃক ব্যবহৃত তথ্যাবলীর গোপনীয়তা, ব্যবহারকারী কর্তৃক পক্ষপাতমূলক *এলগরিদম* ব্যবহার, এবং এর স্বয়ংক্রিয় কার্যক্ষমতার নেতিবাচক ব্যবহার ও উদ্ভূত অনাকাঙ্খিত ফলাফল নিয়ে চ্যালেঞ্জ থেকে যায়। শান্তি, ন্যায্যতা এবং সমতা নিশ্চিতকরণের মানসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন ও ব্যবহারে শক্তিশালী নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নিশ্চিত করা খুবই জরুরী। সতর্কতার সাথে, নৈতিকতা বিবেচনায় রেখে, সবার জন্য একটি উন্নত বিশ্ব গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র *এআই* নয়, বরং যেকোন প্রযুক্তির বিকাশ এবং উন্নয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

------ o ------

১০ পৃষ্ঠার পর

হবে অতীব ভয়াভয়। অন্যদিকে, এর সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিকভাবে মানব-উন্নয়ন, কল্যাণসাধন ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব।

৫। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহারই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুষম মানব উন্নয়ন সম্ভব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বহুবিদ ব্যবহার সময়ের বির্বতনে দিন দিন প্রচণ্ড গতিতে বাড়ছে থাকবেই। প্রযুক্তি, যোগাযোগ, মিডিয়া, অবকাঠামো উন্নয়ন, চিকিৎসা, শিক্ষা, শিল্প-কৃষি, গবেষণা, বিজ্ঞান, কর্মক্ষেত্র, এক কথায় মানব জীবনে প্রায় সবক্ষেত্রেই এর অনুপ্রবেশ ঘটবে। এর ব্যবহারও ব্যাপকভাবে বাড়বে। এমন কি ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষেরচিন্তা-চেতনা-বিবেচনাবোধ-বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে অভাবনীয় ভূমিকা রাখবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর স্বার্থপর, দূরভিসন্ধিমূলক, অন্যায়-অন্যায্য, অনৈতিক ব্যবহার ও প্রয়োগ মানব সভ্যতার জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ ও ক্ষতিকারক। ধ্বংসাত্মক দৈত্যরূপে এর প্রকাশ হওয়ার ও ব্যবহার করার সম্ভবনা রয়েছে প্রচুর। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিকমানের একটি 'সুদৃঢ় নৈতিক নীতিমালার' প্রণয়ন, ব্যবহারিক দায়বদ্ধতা ও প্রয়োগ-যা মানব মর্যাদা রক্ষা ও কল্যাণকরণে ব্যবহার বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ রচনায় দৃঢ় অবদান রাখতে সক্ষম।

উপসংহার: প্রবক্তা ইসাইয়া যুদা ও যেরুসালেমকে ঘিরে যে 'চিরন্তন শান্তি' দর্শন ও রূপরেখা দিয়েছেন, কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার প্রবক্তাগণ সে পথ ধরেই বিশ্বে শান্তি স্থাপন ও মানব ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ়করণে জোরালো অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। "সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে, প্রভুর গৃহের পর্বত, পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে, উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে, তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে...তিনি দেশে বিচার সম্পাদন করবেন, বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন, তারা নিজেদের খড়্গ পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা" *(ইসাইয়া ২ঃ২-৪)*। যিনি স্বয়ং বিশ্বশান্তিদাতা, মানবত্রাতা তাঁর আহ্বান অনুসারে জীবন-যাপন করার মধ্য দিয়েই শান্তিময় বিশ্ব আমরা গড়তে পারি, "শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা, তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে" *(মথি ৫ঃ৯)*।

সম্প্রীতির বৈশিষ্ট্য ও জীবন সাক্ষ্য

(১ করি ১৩ঃ১-১৩ এর আলোকে)

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

সম্প্রীতি কি, এর স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য কি?

সম প্রীতিই হল সম্প্রীতি। সবাইকে সমানভাবে প্রীতি করা, ভালোবাসা, প্রশংসা স্বীকৃতি এবং আরো। সম্প্রীতি একটি মনোভাব যা অন্তরে; আবার যা অন্তরে তা আচার আচরণে, মুখাবয়বে, শব্দ চয়নে প্রকাশ পাবেই।

১ করি ১৩ঃ১-১৩ এর আলোকে

আমি যদি এক বিশাল সম্পদশালী হই, আর আমার যদি না থাকে সম্প্রীতি, তবে আমি শুধুই একটি ঝনঝনানী কাসার ঘণ্টা। আমার যদি থাকে একটা বড় সরকারী চাকুরী, বা আমি যদি একটি বড় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, কিন্তু আমার যদি না থাকে কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক, তবে আমি শুধুই এক আসন-পূত সরকারী চাকুরিজীবী ছাড়া আর কিছুই নই। কর্মীরা শ্রদ্ধা-প্রণাম জানাবে, স্যার বলবে, ভয়ে, চাকুরী হারাবার ভয়ে। আমি উচ্চ শিক্ষিত, পদমর্যাদায় জগতের কাছে আমি খুবই নন্দিত, কিন্তু আমার মধ্যে যদি না থাকে সম্প্রীতি, তবে আমি শুধুই ডিগ্রীধারী, পদের আসন গ্রহণকারী। আমি যদি বহু জ্ঞানের কথা বলি বা লিখি, মঞ্চে বড় আসন গ্রহণ করে দেই মন মাতানো বক্তব্য, ছড়িয়ে দেই নানা শিক্ষা-বচন, ব্যবহার করি শত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও টেকনিক, কিন্তু আমার মধ্যে না থাকে ভ্রাতৃমিলন ও ভালোবাসা, তবে আমি আসলে কিছুই নই। আমি যদি দরিদ্রদের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেই, নির্মাণ করি অট্টালিকাসম শত অবকাঠামো, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে সবার সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক, তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই।

সম্প্রীতির বৈশিষ্ট্যঃ সম্প্রীতি নিত্য সহিষ্ণু, সম্প্রীতি স্নেহ-কোমল ; তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, নেই কোন অহম; সম্প্রীতি নিজেকে নিয়ে কখনো বড়াই করে না। সম্প্রীতির মানুষ উদ্যত হয় না, রুক্ষও হয় না। সে পরনিন্দা বা পরের ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করে না; সে অপরের মর্যাদা, মান-সম্মান ক্ষুন্ন করে না। সম্প্রীতি যেখানে-সেখানে যার তার কাছে অপরের বচসা করে না।

সম্প্রীতি সবাইকে মর্যাদা দান করে। সম্প্রীতি ব্যক্তিত্বে সবল-দুর্বল সবার প্রতি সমান দৃষ্টি দেয় এবং সবার প্রতিই তার মনোযোগ। সম্প্রীতি কখনোই অপব্যাখ্যা করে না; বরং সঠিকভাবে জেনে স্বস্তি পায় ও স্বস্তি প্রদান করে। সম্প্রীতি পরের ভুলটাই শুধু ধরতে চেষ্টা করে না। অন্যের বিপদে, রোগ-শোকে, অন্যে ভুল করলেও সে এগিয়ে যায় সান্ত্বনা ও শান্তির বাণী নিয়ে। সম্প্রীতি মিথ্যা বা বানানো কিছুতে আনন্দ পায় না, সত্য নিয়েই তার আনন্দ।

সম্প্রীতি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না; আন্তঃধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ও সংলাপে তার আনন্দ। সম্প্রীতি বিভিন্ন মণ্ডলীকেও ঐক্যবদ্ধ করে। তার মধ্যে নেই কোন ভণ্ডামী, ধর্মীয় গোড়ামী। সম্প্রীতি বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যকেও সম্মান-স্বীকৃতি দান করে।

ধনসম্পদ, চাকুরী, বড় বড় ডিগ্রী, পদমর্যাদা একদিন শেষ হয়ে যাবে; কারণ আমাদের এই জগতের সবকিছুই যে অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হল প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা শান্তি সম্প্রীতি।

সম্প্রীতির প্রকাশ ও ক্ষেত্র : জীবন-সাক্ষ্য

(১) পরিবারঃ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকবে সম্প্রীতি। একে অন্যকে মর্যাদা দিবে; ভালোবাসা প্রকাশ করবে জীবন বাস্তবতায়। সন্তানদের সবাইকে সমভাবে ভালোবাসবে, যত্ন করবে। তাদের এই সম্প্রীতিপনা সন্তানদের মধ্যে সুপ্রভাব পড়বে।

(২) প্রতিবেশিঃ পাড়াপ্রতিবেশির মধ্যে থাকবে না কোন ঈর্ষা, ভেদাভেদ। সবাই সবাইকে সম্প্রীতির বন্ধনে ভালোবাসবে; খোঁজ খবর নিবে। বিপদে আপদে, দুঃখ-কষ্টে এগিয়ে যাবে। কোন সমস্যা সমাধানেও সবাই সম্প্রীতির টানে এগিয়ে যাবে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেঃ শিশুরা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী তথা ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে শিক্ষাগুরু তাকে/তাদের ভালোবাসেন কিনা। তাদের সবার প্রতি নজর, মনোযোগ, সাহায্য সহায়তাই প্রকাশ করবে তাদের প্রতি তাদের সম্প্রীতি। এই সম্প্রীতিই তাদের অন্তরে এনে দিবে শান্তি। সম্প্রীতির ফল শান্তি।

(৪) সমাজেঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া কেউই চলতে পারে না। যিনি সমাজ নেতা তার মধ্যে থাকতে হবে সার্বজনীন ভালোবাসা। সমাজের প্রত্যেকের প্রতি তার থাকবে সমান ভালোবাসা। সুখানন্দ, দুঃখ দুর্দশায় সবার প্রতি তার থাকবে সম্প্রীতিপূর্ণ মনোযোগ।

(৫) মণ্ডলীতেঃ পোপ মহোদয় প্রান্তিক দেশগুলোকেও মূল্য দিচ্ছেন। ক্ষুদ্র দেশগুলোকেও তাঁর প্রৈরিতিক সফরে নিয়ে আসছেন। তিনি সম্প্রীতির মানুষ। এই আমেজেই তাঁর সিনডাল মণ্ডলীর আন্দোলন। স্থানীয় মণ্ডলীতেও থাকবে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ প্রেসবিটেরিয়াম। বৃত্তের সবার মধ্যে থাকবে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃভালোবাসা। থাকবে না কোন বৈষম্য। ধর্মপালকে ঘিরে যাজকদের থাকবে সম্প্রীতির আনন্দ। তিনি তো প্রধানত ঐক্যের মানুষ, সম্প্রীতির মানুষ। তারই সম্প্রীতির আলোতে আলোকিত, প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত হবে ধর্মপ্রদেশের যাজক সমাজ।

(৬) গ্রামে-গঞ্জেঃ এরা সত্যিই সম্প্রীতির মানুষ। এবং তা প্রকাশ করে দিনমজুররি করার সময়; হাটে-বাজারে, রাস্তা ঘাটে। সময়ে-অসময়ে। সম্প্রীতির বন্ধনেই এক অন্যকে সম্ভাষণ করে, চাচা-চাচি, কাকা-কাকি, বড় বাবা-বড়মা, মামা মামী। কেউ বিপদে গড়লে গ্রামের সবাই এগিয়ে যায়। গ্রামে-গঞ্জে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বড়ই দৃশ্যনীয়।

শুধু নয় বাক্যে, সম্প্রীতি জীবন সাক্ষ্যে

সম্প্রীতি দিবসে সাধু পলের পত্র ১ করি ১২: ১-৩ পাঠ করি, এরই আলোকে সম্প্রীতি ও শান্তি নিয়ে ধ্যান করি। এবং শুধু মুখের কথায় নয়, উপদেশ-বাণী দিয়ে নয়, মঞ্চে দাঁড়িয়ে নয়, জীবন বাস্তবতায় নিত্যদিন বিভিন্ন বাস্তবতায় এই সম্প্রীতি প্রকাশ করি কথায়, কাজে ও আচরণে। বর্তমানকালে সবক্ষেত্রেই সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃ ভালোবাসা খুব জোরেই উচ্চারিত হয়। লেখনিতেও বেশ স্থান পায় বিষয়টি। কিন্তু বাস্তবে? আসুন বাস্তব জীবনে সম্প্রীতি ও শান্তির সাক্ষ্য বহন করি। অন্যকে নয়, এবারের সম্প্রীতি দিবসে নিজেকে বলি: " আজ থেকেই আমি শান্তি-সম্প্রীতির বাস্তবায়ন শুরু করছি।" কথাটি সবার অন্তরেই উচ্চারিত হোক, ধ্বণিত হোক। শ্লোগান তুলি : সম্প্রীতির জয় হোক, হোক জয় ॥

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং যুব সমাজ

জুলিয়েন ডি' কস্তা

বর্তমান বিশ্বে আমরা ক্রমাগত আপডেটেড অ্যাপস্ এবং গ্যাজেটের ব্যবহার করছি। আজকের তরুণরা ডিজিটাল জগতে গভীরভাবে নিমজ্জিত, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অগণিত সুবিধা প্রদান করে, সেখানে একটি অন্ধকার দিক রয়েছে যা আমাদের যুব সমাজকে এমনভাবে প্রভাবিত করছে যা আমরা বুঝতে পারছিনা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাথে আমাদের জীবনযাপন এবং যোগাযোগের পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। সিরির মতো ভয়েস সহকারী থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যক্তিগতকৃত সুপারিশ পর্যন্ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নির্বিঘ্নে এক-ত্রিত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকগুলির মধ্যে একটি হলো বিদ্যুৎ গতিতে বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। উপরন্তু, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পু-নরাবৃত্তিমূলক কাজগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করতে পারে। যেহেতু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, গোপনীয়তা, চাকরির স্থানচ্যুতি এবং নৈতিক প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে।

এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, অস্বীকার করার উপায় নেই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাজে উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির জন্য অপার সম্ভাবনা রাখে। তরুণদের জন্য এই শক্তিশালী প্রযুক্তির সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা উভয়ই বোঝা অপরিহার্য কারণ তারা একটি ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল বিশ্বে অবস্থান করছে।

যুব সমাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার খারাপ প্রভাব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনযাপন, কাজ এবং যোগাযোগের পদ্ধি-ততে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। যাইহোক, এর দ্রুত অগ্রগতির সাথে যুব সমাজের উপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রাথমিক উদ্বেগের মধ্যে একটি হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে তরুণদের মধ্যে ঐতিহ্যগত দক্ষতার সম্ভাব্য ক্ষতি। যে কাজগুলির জন্য সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল সেগুলি এখন স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা করা হচ্ছে, যা যুবাদের সৃজনশীলতা এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতা হ্রাসের দিকে পরিচালিত করছে।

অধিকন্তু, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা -চালিত বিষয়বস্তুর ক্রমাগত মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালিত সামাজিক গণমাধ্যম অ্যালগরিদমগুলি প্রায়ই তরুণ ব্যবহারকারীদের নেতিবাচক বা ক্ষতিকারক বিষয়বস্তুর দিকে নিয়ে যায়, যা তাদের আত্মসম্মান এবং সামগ্রিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করে।

আরেকটি সমস্যা হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ডিভাইস বা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার তরুণদের জন্য গোপনীয়তা এবং ডেটা নিরাপত্তার অভাব। অনলাইনে ব্যবহার করা ব্যক্তিগত তথ্য প্রায়শই সম্মতি ছাড়াই সংগ্রহ করা হয়, যা তরুণদের শোষণ এবং ঝুঁকিতে ফেলে।

এছাড়াও বর্তমানে যুবাদের ধর্মীয় নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সৃষ্টিশীল কাজ, দায়-দায়িত্ব প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। কৃত্রিম বু-দ্ধিমত্তার আধিপত্য এই ডিজিটাল যুগে, পিতামাতা, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য এটি মোকাবেলা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিঃসন্দেহে আমরা যে বিশ্বে বাস করি সেটিকে নতুন আকার দিচ্ছে, এটি শিল্পে বিপ্লব ঘটাতে এবং দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যতটা সুবিধা নিয়ে আসে, এটি সমাজের জন্য, বিশেষ করে যু-বকদের জন্য ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জও তৈরি করে। তরুণদের উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার খারাপ প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি দ্বারা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মানগুলি মেনে চলার চাপ তরুণদের মধ্যে আত্মসম্মান এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

আমরা যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা প্রভাবিত এই ডিজিটাল যুগে অবস্থান করছি, তখন আমাদের যুব সমাজের উপর এই নেতিবাচক প্রভাবগুলি প্রশমিত করার বিষয়ে পিতামাতা, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের সতর্ক থাকা অপরিহার্য। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেত-নতা বৃদ্ধি করে এবং দায়িত্বশীল কৃত্রিম বু-দ্ধিমত্তা উন্নয়ন অনুশীলনের পক্ষে সমর্থন করার মাধ্যমে, আমরা একটি দ্রুত বিকাশমান প্রযুক্তিগত যুগে ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নতির জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে পারি।

কীভাবে ইতিবাচক উপায়ে যুবা হিসাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে পারি-

যেমনটি আমরা দেখেছি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুব সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যদি সচেতনভাবে ব্যবহার না করা হয়। যাইহোক, তরুণ প্রজন্মের দ্বারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন অসংখ্য উপায় স্বীকার করাও গুরুত্বপূর্ণ। তরুণদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ইতিবাচক উপায়ে কাজে লাগানোর অন্যতম প্রধান উপায় হল শিক্ষা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে, শিক্ষাকে আরও আকর্ষক ও কার্যকর করে তোলে। উপরন্তু, তরুণ ব্যক্তিরা বিভিন্ন সামাজিক চ্যালেঞ্জের জন্য উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রোগ্রামিং এবং উন্নয়ন অন্বেষণ করতে পারে।

অধিকন্তু, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালিত সরঞ্জামগুলি যুবকদের তাদের সময়, ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। সময়সূচী সংগঠিত করা থেকে শুরু করে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করা পর্যন্ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তরুণদের তাদের আবেগ এবং আগ্রহের উপর নিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। দায়িত্বপূর্ণ এবং নৈতিকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে, যুব সমাজের ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য এর সুবিধাগুলিকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তরুণ ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে অবগত থাকা এবং তাদের মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনমূলক উপায়ে এটিকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ সন্ধান করা অপরিহার্য। একসাথে, আমরা একটি ভবিষ্যত গঠন করতে পারি যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুবকদের তাদের নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত না করে শক্তিশালী করে।

নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে রয়েছে যাতে যুবকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ইতিবাচক ভাবে ব্যবহার করতে পারে:

১. ***সামাজিক ন্যায়বিচার:*** দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং বৈষম্যের মতো সামাজিক ন্যায়বিচারের সমস্যাগুলি মোকাবেলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা সম্ভব। তথ্য বিশ্লেষণ এবং অবিচারের নীতিমালা সনাক্ত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিযুক্ত করা যেতে পারে, যা আরও কার্যকর অ্যাডভোকেসি এবং নীতি-নির্ধারণের

প্রচেষ্টার দিকে পরিচালিত করে।

২. মানবিক সহায়তা: দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া, শরণার্থী সহায়তা এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যসেবার মতো মানবিক প্রচেষ্টা উন্নত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি প্রয়োগ করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংকটের পূর্বাভাস-সহ আরো আগাম তথ্য দিতে এবং আরও দক্ষতার সাথে সহায়তা সরবরাহ করতে পারে।

৩. শিক্ষা এবং সাক্ষরতা: শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত শিক্ষাগত সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা, যা মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য একটি সহজ এবং শিক্ষণীয় মাধ্যম। শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা এবং মেধা বিকাশের জন্য এটি ব্যবহার করা যায়।

৪. পরিবেশগত তথ্য: পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এবং টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়োগ করা সম্ভব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিবেশগত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, জলবায়ুর প্রবণতার পূর্বাভাস দিতে পারে এবং পরিবেশগত প্রভাব প্রশমিত করার কৌশলগুলি সহজেই প্রেরণ করতে পারে।

৫. স্বাস্থ্যসেবা এবং সুস্থতা: স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ, চিকিৎসা নির্ণয় এবং রোগীর যত্ন উন্নত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত সিস্টেমগুলি স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের আরও সঠিক রোগ নির্ণয় করতে, স্বাস্থ্যসেবা সংস্থানগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

৬. সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করুন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি ডিজিটালাইজ এবং সংরক্ষণাগারভুক্ত করতে, পাঠ্যগুলোকে অনুবাদ করতে এবং মৌখিক ইতিহাস নথিভুক্ত করতে সহায়তা করে।

৭. সত্য ও সততার প্রচার: ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সত্যতা প্রচার করা যায়। সঠিক এবং নির্ভুল তথ্য জানা থাকলে তা সামাজিক গণমাধ্যমে সভাগিতার মাধ্যমে সত্য এবং সততার প্রচার করা যায়।

৮. প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক সহায়তা: প্রার্থনা, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন সমর্থন করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা -চালিত টুলসগুলো ব্যবহার করা যায়। এই টুলসগুলো তাদের বিশ্বাস সম্প্রদায়ের সাথে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি, নেতৃত্ব, অনুপ্রেরণার বিকাশ ঘটায়।

৯. নৈতিক বিবেচনা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নৈতিক প্রভাবগুলি ক্রমাগত মূল্যায়ন করে এবং নীতি ও বিধিবিধানের পক্ষে সমর্থন করে যা মানুষের মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং স্বায়ত্তশাসনকে অগ্রাধিকার দেয়। কাথলিক সামাজিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার নিশ্চিত করে বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারকদের সাথে সংলাপে জড়িত থাকা যায়।

সামগ্রিকভাবে, তরুণদের একটি সমালোচনামূলক মানসিকতার সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং তাদের মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে এটি ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে, তরুণরা একটি ভবিষ্যত গঠন করতে পারে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

Europe-এ Guaranteed Visa

- দেড় মাসের মধ্যে ইউরোপ ভিজিট ভিসা প্রসেসিং করা হচ্ছে।
- Europe-এ Guaranteed Visa প্রকল্পের অধীনে ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের জন্য অগ্রিম কোন টাকা প্রদান করতে হবে না। এক্ষেত্রে আগ্রহী প্রার্থীদের বয়স নূন্যতম ৩০ বছর বা তদূর্ধ্ব হতে হবে।
- উক্ত ভিসা প্রোগ্রামে পরিবারসহ আপনারা ইউরোপ এ যেতে পারবেন।
- এই সুযোগটি অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য। আগ্রহী প্রার্থীরা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন।

নতুন পাসপোর্ট প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও (আগে কোন দেশের ভিসা করা হয়নি) আমরা ভিজিট ভিসা প্রসেস করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহ ছাড়াও Australia, Canada & USA-এর জন্য Visit Visa প্রসেসিং-এর সুযোগ চলছে।

Our latest Canada student visa sucess

Work Permit Visa: ITALY / POLAND/ MALTA / HUNGARY/ SERVIA-সহ আরো বেশ কয়েকটি সেনজেন ভুক্ত দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea, Malaysia তে Study Visa প্রসেস করছি।

Schooling Visa: Canada, Australia & USA তে আমরা Schooling Visa প্রসেস করছি।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01884-787125
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিপ্র-১০৬/২৪

অদম্য পালক ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজের বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

গত ৩৩ দিন ধরে দাবদাহে পুড়েছে বাংলাদেশ। তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা ছিল মানুষের। হিটস্ট্রোকেও মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এমনি তাপপ্রবাহের পর গত বৃহস্পতিবার ২ মে রাজধানী ঢাকায় নেমেছে স্বস্তির বৃষ্টি। মধ্য রাতে আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে কোন কোন এলাকায়। জনগণ বলছে, আহা! পরম করুণাময় ঈশ্বর কতই দয়াবান। ফাদার সুব্রত বনিফাসের অভিষেক অনুষ্ঠানের পূর্ব মুহূর্তে স্বস্তির বারিবর্ষণে শীতল হয়েছে ঢাকা শহর। জমকালো আয়োজনের গোছানো একটি অনুষ্ঠানের আদ্যপান্ত নিয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিশেষ প্রতিবেদন উপস্থাপনায় সুনীল পেরেরা ও সজল বালা।

১৫ ফেব্রুয়ারি ভাতিকান ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশর তেজগাঁও ধর্মপল্লী থেকে এক যোগে ঘোষণা করা হয় যে, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ পদে মনোনীত করেছেন। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এই ঘোষণার পর থেকেই রমনার আর্চবিশপ ভবনে সাজ সাজ রব উঠেছে। আর্চবিশপ ভবন, যাজক ভবন, কাথিড্রাল ভবন সেমিনারী ভবন সর্বত্রই রঙ্গিণ আল্পনায় আর ফুলেল সাজে সজ্জিত করা হয়। অবশেষে আসে সেই কাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণ। ৩ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের সকাল থেকেই কত প্রস্তুতি, দূরদূরান্তের ভক্তগণের ঘর্মাক্ত আগমন। এসেছেন নারায়নগঞ্জ থেকে, মানিকগঞ্জ থেকে, আঠারো গ্রাম থেকে, ভাওয়াল অঞ্চল হতে, গাজীপুর থেকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারসহ বেশ কিছু ভক্তজনগণও এসেছেন। এসেছেন বাসে, ট্রেনে, নিজস্ব যানবাহনে পরম উল্লাস আর আনন্দ চিত্তে। প্রায় দুই হাজার মানুষের আগমনে রমনার আর্চবিশপ ভবন প্রাঙ্গণ মুখরিত। ভক্তজনগণের এমনি আনন্দময়, উপস্থিতি যেন সিনোডাল চার্চ গঠনেরই এক ভিন্ন রূপ। তিনজন আর্চবিশপ, সাতজন বিশপ, একজন কার্ডিনাল, প্রায় দুই শতাধিক যাজক, শতাধিক সিস্টার ও কিছু ব্রাদার উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৯ টায় পরম শ্রদ্ধেয় সুব্রত বনিফাস গমেজ এর বিশপীয় অভিষেকরীতিসহ পুণ্য খ্রিস্টযাগ শুরু হয় বর্ণিল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে গানের তালে তালে। প্রথমে ধূপারতি, ক্রুশ ও বাতিবাহক সেবকত্রয়, অন্যান্য সেবকগণ, মঙ্গলসমাচার বাহক ডিকন, যাজকগণ, দু'জন সাহায্যকারী যাজকের মাঝখানে মনোনীত প্রার্থী বিশপ এবং অভিষেককারী তিনজন বিশপ শোভাযাত্রা করে ধীরে ধীরে বেদী অভিমুখে এগিয়ে যান। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্যকারী আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তাকে সহায়তা করেন বাংলাদেশে ভাতিকানের রাষ্টদূত আর্চবিশপ কেভিন রানডাল ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রেজারিও। প্রথমে বেদী ও ক্রুশে ধূপায়ন করেন প্রধান পৌরহিত্যকারী বিশপ। পরে তিনি দিনের উপাসনার তাৎপর্য তুলে ধরেন তার স্বাগত বক্তব্যে। অভিষেকরীতির শুরুতেই পবিত্রাত্মার শক্তি যাচ্না করে গান করা হয়। মনোনীত বিশপ অভিষেককারী বিশপগণের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করার পর পুণ্যপিতা পোপের অনুজ্ঞাপত্রটি পাঠ করা হয়। অনুজ্ঞাপত্রটি পাঠ শেষে ভক্তজনগণ বিশপ-পদে অভিষেকের জন্য মনোনয়নে সন্মতি জানিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রধান অভিষেকারী আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ তার বক্তব্যে যাজকদের উদ্দেশে, ঐশজনগণের উদ্দেশে এবং মনোনীত বিশপের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, আমরা যেন প্রত্যেকেই খ্রিস্টীয় ভালোবাসার মধ্য দিয়ে গণমানুষের সেবা করি এবং তাদের ভালোবাসি। যাজকগণ এবং বিশপগণের পবিত্রতা, পক্কতা, জ্ঞানসম্পন্ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে। তারা যেন হয় আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষিত। ঈশ্বরের উপর অবিচল আস্থা রেখে তাঁর ভালোবাসা আবিষ্কার করতে হবে। তারা হবেন আশাবাদী মানুষ, তাদের অন্তরে থাকবে আনন্দ। পোপ জন পলের কথা উদ্ধৃত করে বলেন, "খ্রিস্ট মণ্ডলী হলো একতার দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠান"। এরপর বিশপ মনোনীত প্রার্থী ফাদার সুব্রত বিশপের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তমণ্ডলীর সাক্ষাতে মাণ্ডলিক ও পালকীয় অভিষেককারীর

প্রশ্নের উত্তরে নয়বার " হ্যাঁ, আমি সংকল্প করি" বলে স্বীকার করেন। এরপর ধর্মপালের জন্য, ঐশ্য জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণে সাধু-সাধ্বীদের স্তবকীর্তনের মধ্য দিয়ে মনোনীত বিশপ প্রার্থীর জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করা হয়। এ সময় বিশপ মনোনীত শুভ্র বিছানায় পবিত্র বেদীর সামনে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে থাকেন। এ এক হৃদয় স্পর্শী দৃশ্য। এরপর মনোনীত বিশপ প্রার্থীর মাথায় হস্তস্থাপনের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত বিশপগণ পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করেন। মঙ্গলসমাচার গ্রন্থটি খোলা অবস্থায় তার মাথার উপর স্থাপন করে প্রার্থনা করা হয়। নব-অভিষিক্ত বিশপ অভিষেককারীর সামনে জানুপাত করলে তার মাথায় অভিষেকতেল দ্বারা লেপন করা হয়। এবার মঙ্গলসমাচার গ্রন্থটি নব-অভিষিক্ত বিশপের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, "প্রভুর মঙ্গলবাণী গ্রহন করুন এবং অসীম ধৈর্য ও সুবিবেচিত শিক্ষা সহকারে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করুন"।

পরিচয় নির্দেশক চিহ্ন প্রদান

নব অভিষিক্ত বিশপের ডান হাতে অঙ্গুরীয় পরিয়ে দেন প্রধান অভিষেককারী। এ আংটি বিশ্বস্ততার সীলমোহর রূপে ব্যবহৃত হয়। পরে মাথায় শিরোভূষণ পড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর মেষপালকের পরিচালন কার্যের চিহ্নস্বরূপ পালকীয় যষ্টি হাতে তুলে দেন। পরে নব-অভিষিক্ত বিশপকে তার ধর্মাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর নব-অভিষিক্ত বিশপকে এক এক করে বিশপগণ শান্তি-চুম্বন দিয়ে গানে গানে তাকে অভিনন্দন জানান। পরে যথারীতি পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন অভিষেককারীগণ। কম্যুনিয়ন গ্রহণের পর প্রধান অভিষেককারী বিশপ ও সহকারী বিশপদ্বয় নব-অভিষিক্ত বিশপকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যান। নব-অভিষিক্ত বিশপ শিরোভূষণ পড়ে ও পালকীয় যষ্টি হস্তে ভক্তগণের মাঝখান দিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে যান। নব অভিষিক্ত বিশপ তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং ভক্তজনগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: সুব্রত বনিফাস গমেজ

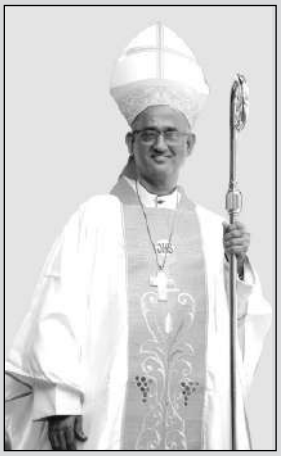

পিতা : প্রয়াত যোসেফ গমেজ

মাতা : মাগ্রেট পেরেরা

জন্ম : নভেম্বর ১৯, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

জন্মস্থান: গ্রাম : রাঙ্গামাটিয়া, থানা : কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

ভাই- বোন: ৩ ভাই ১ বোন, বিশপ সুব্রত তৃতীয়

প্রাথমিক বিদ্যালয় : রাঙ্গামাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

উচ্চ বিদ্যালয় : সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়, নাগরী

এইসএসসি ও ডিগ্রী : নটরডেম কলেজ, ঢাকা

উচ্চ শিক্ষা : সান্ত টমাস ইউনিভার্সিটি, ফিলিপাইন দর্শনশাস্ত্রে (এম এ) লাইসেন্সসিয়েট

সেমিনারী : নাগরী জুনিয়রেট পরে নারিন্দায় এসপাইরেন্সী করেন ১৯৭৬ -৭৯, রমনা সেন্ট যোসেফ সেমিনারী ১৯৮১ - ১৯৮৩

উচ্চ সেমিনারী : পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী , বনানী ১৯৮৩ - ১৯৮৯ দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন

ডিকন: ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৯

যাজকীয় অভিষেক : ১৬ এপ্রিল, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও কর্তৃক

পালকীয় সেবা : তেজগাঁও, হাসনাবাদ ও গোল্লাসহ অন্যান্য ধর্মপল্লীতে সেবারত ছিলেন।

অধ্যাপক ও শিক্ষা পরিচালক : পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ১৯৯৭ - ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

সিবিসিবি : সিবিসিবি সেন্টারে পরিচালক ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সহকারি সেক্রেটারী জেনারেল ২০০৭ - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

অন্যান্য অভিজ্ঞতা : কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি'র একান্ত সচিব হিসেবে ২০১৮ জুলাই থেকে ২০১৯ আগস্ট পর্যন্ত।

শিক্ষকতা : নটরডেম কলেজ ও গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ও বিসিএস এম এর আধ্যাত্মিক পরিচালক ছিলেন এবং ধর্মপ্রদেশের যুব যাজকদের মডারেটর ছিলেন

উপদেষ্টা : ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও কারিতাস ঢাকা অঞ্চল

সহকারি বিশপ মনোনীত : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশপীয় অভিষেক : সেন্ট মেরীস কাথিড্রাল গির্জায় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই কর্তৃক অভিষিক্ত হন ৩ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে

বর্তমান কর্মস্থল : রমনার আর্চবিশপ ভবন।

করেন। তিনি বলেন, প্রেমময় ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন তাঁর মেষপালের পালন করতে। মা মারীয়া যেমন ঈশ্বরের আহ্বানে "হ্যাঁ" বলেছিলেন তেমনি আমিও পরমপিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেছি। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর আমার সহায়। তিনি ভক্তজনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাদের সমর্থণ, সহায়তা ও প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্য। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণের, কল্যানো মণ্ডলীর কাজ করে যাবেন। এজন্য সকলের প্রার্থনা ও সহায়তা কামনা করেন। বাংলাদেশে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত এই মহতী অনুষ্ঠানে নব-অভিষিক্ত বিশপকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, তার পক্ষ থেকে সর্বদাই সাহায্যের হাত প্রশারিত থাকবে মাণ্ডলিক সমস্ত কাজে। পরে সেন্ট মেরীস কাথ্রিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবাট রোজারিও অভিষেক অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকল সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, উপকারী বন্ধু, দাতা প্রতিষ্ঠান এবং সকল কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে নব অভিষিক্ত বিশপ মহাআশীর্বাদ প্রদান করেন। এরপর বিশপীয় স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন নব-অভিষিক্ত বিশপসহ অভিষেকারী বিশপগণ। সঙ্গে ছিলেন প্রকাশনা কমিটির সম্পাদক ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিওসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। সব শেষে নব-অভিষিক্ত বিশপ মহোদয়ের জীবন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়। মিডিয়া কমিটির পক্ষে ডুকুমেন্টারীর চিত্রনাট্য রচনা করেন সুনীল পেরেরা। পরিচালনা করেছেন ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু। এবার নব অভিষিক্ত বিশপকে প্রাণঢালা ফুলেল শুভেচ্ছা জানান খ্রিস্টভক্তগণ। দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে প্রথম অধিবেশন শেষ হয়।

বিকাল তিনটায় নব-অভিষিক্ত বিশপ মহোদয়কে গণসম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। গানে-নৃত্যে-জারীগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বৈকালিক অনুষ্ঠান। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের উপস্থিতি সত্যিই লক্ষ্যণীয়। ধর্মীয় বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অনিমা মুক্তি গমেজ, বর্তমান সরকারের ধর্মমন্ত্রী মো: ফরিদুল হক খান, এমপির উপস্থিতি অনুষ্ঠানে আলো ছড়িয়েছেন। ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে নব-অভিষিক্ত বিশপকে মানপত্র উপহার দেওয়া হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের বিশপ নির্মল গমেজের গান পরিবেশন সবাইকে মুগ্ধ করেছে। আর মাননীয় ধর্মমন্ত্রীর আহ্বান "খ্রিস্টানদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে আসতে হবে" - সকলকে উৎসাহিত করেছে। বিশপীয় অভিষেক কমিটির সমন্বয়কারী ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া তার ধন্যবাদ বক্তব্যে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভূতি প্রকাশ করেন সব কিছু সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য।

বিশপীয় অভিষেক ও সম্বর্ধনা অনুষ্টানে অং,শগ্রহণকারী কয়েকজন অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন;

ফিলিপ কোড়াইয়া (চড়াখোলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী): শ্রদ্ধেয় ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ এর বিশপীয় অভিষেকের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে আরও একজন পালক যোগ হলেন। তার যাজকীয় বর্ণাঢ্য জীবনের কীর্তিমাখা কর্মগুলো ক্রমে ক্রমে পুঞ্জিভূত আশীর্বাদের চিহ্ন। তার গর্বিত পিতামাতা এবং পরিবারের সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যে, তাদের আদরের সন্তানকে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। বিশপ সুব্রত অত্যন্ত স্পষ্টভাষী এবং একজন দক্ষ প্রশাসক। তিনি বিনয়ী, নম্র, ভদ্র এবং মৃদুভাষী যাজক। প্রত্যাশা করি তিনি যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মণ্ডলীর জন্য অনেক কাজ করতে পারবেন। দয়াময় ঈশ্বর তাকে অশেষ আর্শীবাদ দান করুন।

সুপর্ণা কস্তা (রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী): আমি প্রথমেই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজকে পেয়ে। আর এরই সাথে আমি অনেক আনন্দিত ও গর্বিত আমাদের রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের রাঙ্গাফসল বিশপকে আমাদের মাঝে মহান ঈশ্বর দান করেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীকে আমাদের গ্রাম থেকে সহকারী বিশপ মনোনীত করার জন্য। আমি আরো বলবো অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি কারণ আমার জীবনে প্রথম আমি এত সুন্দর ভক্তিপূর্ণ একটা বিশপীয় অভিষেক খ্রিস্টযাগে অংশ-গ্রহণ করার সুযোগ পেরেছি। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এই ভেবে যে, আমাদের এত আত্মীয় স্বজন ফাদার সিস্টার এবং ব্রাদার আছেন, তা ও এই রাঙ্গামাটিয়া গ্রামেই। আগামীদিনগুলোতে আমার আরও ফাদার পাবো, সিস্টার পাবো আমাদের মাঝে-আমাদের গ্রাম থেকে। সেই জন্য পরম পিতার কাছে প্রার্থনা আশীর্বাদ চাই যেন আমাদের আশা ব্যর্থ না হয়। সর্বোপরি আমাদের গ্রামের এবং মিশনবাসী সকল খ্রিস্টভক্তবৃন্দের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ও আশীর্বাদ চাই যেন সহকারী বিশপ খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল দায়িত্ব কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে এবং পবিত্রতার সাথে পালন করে যেতে পারেন।

অমল গমেজ (কাফরুল, তেজগাঁও): ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসেবে শ্রদ্ধেয় ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজের বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত ও নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার সুযোগ হয়েছিল তার সঙ্গে রমনা ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে এক সঙ্গে জুনিয়র হিসেবে কয়েক বছর কাটানোর, তখন তাকে দেখেছি ও চিনেছি। তিনি একজন ধার্মিক, সহজ সরল ও সুন্দর মনের মানুষ। বিগত ছয় বছরেরও অধিক সময় তিনি পাল-পুরোহিত হিসাবে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর দায়িত্বে থাকাকলীন সময়ে তার কাছে যাওয়ার ও কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। যেহেতু মহাখালী তেজগাঁও ধর্মপল্লীর অধীনে এবং মহাখালী খ্রিস্টান কল্যাণ সমিতির সভাপতি হিসেবে সব ব্যাপারে পাল-পুরোহিতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করতে হয়, সেই সুবাদেও আরো কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমি শ্রদ্ধেয় ফাদারের দায়িত্ব প্রাপ্তিতে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত, তিনি সত্যিই একজন ধার্মিক, বিনয়ী, সহজ-সরল ও প্রশাসনিক কাজে একজন দক্ষ যাজক ছিলেন। আমি বিশপ মহোদয়ের শারিরীক ও মানসিক সুন্দর জীবন কামনায় প্রার্থনা করি।

নূতন বিশপের সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার গ্রহণেঃ মি: সুনীল পেরেরা

১। ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত থেকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। আপনার অনুভূতি জানতে চাচ্ছি।

ফাদার সুব্রত :সেমিনারীতে আমাদের প্রস্তুতি, শিক্ষা ও গঠন-প্রশিক্ষণ হলো যাজক হওয়ার জন্য। যাজক হওয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল, সাধনা করেছি যাজক হওয়ার জন্য। অভিষিক্ত যাজক হিসাবে মণ্ডলীতে সেবাদান করতে পেরে আমি আনন্দিত এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে বিশপ হওয়াটা ঈশ্বরের একটা বিশেষ অনুগ্রহ দান আর পোপ মহোদয় মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি পুণ্যপিতার প্রতিনিধি, আর্চবিশপ কেভিন রানডাল তেজগাঁও গির্জায় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, বিশপ থিয়োটিনিয়াস গমেজ, মেজর সুপিরিয়রগণ, ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার এবং অসংখ্য খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতিতে ঘোষণা দেন যে পোপ ফ্রান্সিস আমাকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছেন। বিশপ মনোনয়ন লাভে আমার অনুভূতি মিশ্র। একদিকে আনন্দিত যে বিশেষ প্রেরণ দায়িত্ব পালন করার সুযোগ ঈশ্বর দিয়েছেন। অন্যদিকে এ সংবাদ শুনে মা মারীয়ার মত আমিও বিচলিত হয়েছিলাম। তবে স্বর্গদূত যেমন মা মারীয়াকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় পেয়ো না, মারীয়া"। তেমনি যেন আমিও হৃদয় গভীরে শুনতে পেলাম "ভয় পেয়ো না। তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ।" আমার সীমাবদ্ধতা ও অপারগতা সম্পর্কে আমি সচেতন। কিন্তু ঈশ্বর তো দুর্বলদেরই মনোনয়ন দেন, বেছে নেন তাঁর কাজ করার জন্য। নিজেকে দুর্বল ভেবেই ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে, শত শত মানুষের প্রার্থনার প্রতিশ্রুতিতে চ্যালেঞ্জপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি দিয়েছি। আমার সৌভাগ্য যে তেজগাঁও-এর মত একটা বৃহৎ ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাদানের সুযোগ পেয়েছি। প্রায় ৫ বৎসর এখানে পালপুরোহিত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। তাছাড়া নব অভিষিক্ত যাজক হিসাবেও তিন বৎসর তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে সহকারী পালপুরোহিত হিসাবে সেবাদায়িত্ব পালন করেছি। বিশপ তো একজন মেষপালক। পালপুরোহিত হিসাবে দায়িত্ব পালন করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা করেছি যা বিশপ হিসাবে পালকীয়, প্রশাসনিক এবং পবিত্রীকরণ কাজে আমাকে সহায়তা করবে।

২। সিবিসিবিতে সহ-সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালনে আপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই আলোকে আপনি মাণ্ডলিক নেতৃত্বে আরো অধিক সুযোগ পাচ্ছেন সহকারী বিশপ হিসাবে। আগামীর কাথলিক মণ্ডলীকে কেমন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?

ফাদার সুব্রত: বিশপগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আমার অযোগ্যতা থাকা সত্বেও তাঁরা আমাকে বিশপ সম্মিলনীতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। সাড়ে সাত বৎসর (জুলাই ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) আমি সিবিসিবি-এর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং সিবিসিবি সেন্টারের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। বিশপগণ আমাকে তাঁদের সাথে সার্বক্ষণিক মিটিং-এ উপস্থিত থাকাসহ তাদের পক্ষ হয়ে পোপ মহোদয়ের দপ্তরসহ বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ফলে বিশপগণের বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মণ্ডলী ও বিশ্বমণ্ডলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, আলাপ আলোচনা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়েছি। বিশপগণের সাথে যাত্রা করে সব কিছু দেখার, জানার ও বুঝার সুযোগ হয়েছে আমার। সিবিসিবি এমন একটা প্রতিষ্ঠান যা বিশপগণকে সম্মিলিতভাবে দেশ, মণ্ডলী ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিচালনা করার একটা সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছে। আগামী দিনে কাথলিক মণ্ডলী কেমন হবে তা সময়ই আমাদের বলে দিবে। তবে মণ্ডলী কেমন হওয়া প্রয়োজন তা অবশ্য ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে চলমান সিনোডাল চার্চই আমাদের কাছে প্রকাশ করছে। মন্ডলী হবে মিলন সমাজ, যেখানে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে এবং সকলেই প্রেরণ দায়িত্ব পালন করবে। খ্রিস্টমণ্ডলী এক, পবিত্র, সর্বজনীন এবং খ্রিস্টমণ্ডলী প্রৈরিতিক। মণ্ডলী শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমিত না থেকে সর্বদাই তার সীমানা বিস্তৃত করতে আহূত। মণ্ডলী হবে সকল মানুষের জন্য, যেখানে সকলের মানব মর্যাদা, অধিকার নিশ্চিত থাকবে। যেখানে থাকবে না কোন ভেদাভেদ, রেষারেষি, দ্বন্ধ, কলহ বা ক্ষমতা নিয়ে অহংবোধ বা দলাদলি। বাঙ্গালি-আদিবাসীসহ সকল জাতি-গোষ্ঠির সাথে মণ্ডলী পথযাত্রা করবে যেন সকলেই আমরা একই পিতার সন্তান, আর আমরা প্রত্যেকে ভাই-বোন তা যেন আরো বেশী সুস্পষ্ট হয়। অভিবাসী ভাইবোনদের সহযাত্রী হওয়া আর সর্বোপরি শত প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের সেবা ও ভালবাসা থেকে অকাথলিক ও অখ্রিস্টান ভাইবোনেরা যেন বঞ্চিত না হয়।

৩। খ্রিস্টবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রৈরিতিক সেবা কাজে একজন উত্তম বাণী প্রচারক হিসাবে কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

ফাদার সুব্রত: মণ্ডলীর মিশন হচ্ছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা। দীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই বাণী প্রচারক হয়ে উঠি। খ্রিস্টবাণী প্রচার না করে খ্রিস্টমণ্ডলী টিকে থাকতে পারে না। খ্রিস্টবাণী প্রচারের কাজকে ত্বরাণিত বা যুগোপযুগী করার জন্য সকলেই উদ্দ্যোগী ভূমিকা পালন করতে আহূত। ফলে সমসাময়িক পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গগুলোর সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। মণ্ডলীর ভেতরে মিশনারী হয়ে, মঙ্গলবাণী ঘোষণা করে মণ্ডলীকে রূপান্তর ও নবায়ন করতে হবে। মণ্ডলীর বাইরে আধুনিক সমাজে, সামাজিক বিষয় ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে দরিদ্রদের পক্ষ অবলম্বন করা, গণকল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আরো বেশী ভূমিকা পালন করার প্রয়োজন রয়েছে। যাদের দেখার কেউ নেই তাদের প্রতি আরো বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আমরা যারা প্রৈরিতিক কর্মী আমাদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্যদের (পড়সভড়ৎঃু ড়হব) বাইরে গিয়ে কষ্টভোগী সেবক/ সেবিকার ভূমিকায় অবর্তীন হতে হবে। ফলে জীবন আদর্শের মাধ্যমে প্রচারিত হবে প্রেরিতিক সেবাকাজ। সর্বোপরি, মুসলিম অধ্যুষিত দেশে সংলাপ একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে বাণী প্রচার কাজকে আরো বেগবান করা সম্ভব। ধর্মান্তরিত করা নয় বরং খ্রিস্টবাণী প্রচার বা প্রৈরিতিক সেবাদানে জীবনমানের পরিবর্তন আনয়ন করতে সচেষ্ট হতে হবে বলে আমি মনে করি।

৪। মিলন সমাজ গঠনে ভক্তজনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য্য। এ ক্ষেত্রে আপনার কি কি পরিকল্পনা রয়েছে?

ফাদার সুব্রত: খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য মিলন সমাজ। এই মিলন ঈশ্বরের সাথে, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সাথে এবং ঈশ্বরের জনগণ সকল মানুষের সাথে মিলন। পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রভু যিশুর অনুসরণে, স্বর্গীয় পিতার সাথে মিলন। দ্বিতীয়তঃ খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের সাথে মিলন, কেননা আমরা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আর তৃতীয়তঃ ঈশ্বরের জনগণ সকল মানুষের সাথে মিলন কেননা আমরা সকলে একই পিতার সন্তান, তাই আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের ভাই ও বোন। খ্রিস্ট হচ্ছেন মস্তক স্বরূপ এবং যার দেহ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ। খ্রিস্ট হচ্ছেন মেষপালক আর খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ হচ্ছেন তার মেষপাল। ধর্মপ্রদেশ বা ধর্মপল্লীতে রয়েছে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী এবং বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনে ভক্তজনগণ। আর সকলেরই ত্রিবিধ দায়িত্ব রয়েছে দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পনোর ফলে- পবিত্রীকরণ, শিক্ষা ও সাক্ষ্যদান এবং সেবামূলক পরিচালনা বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন। মণ্ডলী হচ্ছে এ ত্রিবিধ দায়িত্বের মিলন সমাজ। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে রয়েছে খ্রিস্টবিশ্বাস, সংস্কারসমূহ, খ্রিস্টিয় নৈতিক জীবন এবং প্রার্থনা ও অধ্যাত্ম সাধনা। আর

এগুলোর সুষ্ঠু অনুশীলনের মাধ্যমে বিশেষত পরিবার জীবনে ভক্তজনগণ মিলন সমাজ গড়ে তোলে। ভক্তজনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মিলন সমাজ গড়ে তোলা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সহকারী বিশপের দায়িত্ব হচ্ছে আর্চবিশপের অর্থাৎ ধর্মপ্রদেশের পালকের কাজে সহায়তা করা এবং তাঁর অর্থাৎ ধর্মপ্রদেশের পালকীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। আমার নিজস্ব কোন পরিকল্পনা নেই বরং একমাত্র ও প্রধান কাজই হচ্ছে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ মহোদয়ের পালকীয় ও প্রশাসনিক কাজে সহায়ক শক্তি স্বরূপ হওয়া। আপনাদের সকলের প্রার্থনা, আশীর্বাদ ও সহযোগিতা কমনা করি যেন আর্চবিশপ মহোদয়ের পালকীয় সেবা দায়িত্বকে আরো গতিশীল ও ফলপ্রসূ করতে ঐশ শক্তিতে আমি যোগ্য ও যথার্থ সহকারী হয়ে উঠতে পারি।

৫। ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যে পূর্ণ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। এই ধর্মপ্রদেশের অগ্রগতিতে ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে সমাধান করা সম্ভব বলে মনে করেন?

ফাদার সুব্রত: ধর্মপ্রদেশের শৈশবকাল, যৌবনকাল, পরিকপক্কতার কাল একটা মণ্ডলীর বেড়ে উঠার প্রক্রিয়া। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ শৈশবকাল ও যৌবনকাল পেরিয়ে পরিকপক্কতার কালে রয়েছে। ঢাকা আর্চবিশপ ভবন লক্ষ্মীবাজার থেকে রমনা, কাকরাইলে স্থানান্তরিত হয়েছে তারও ১০০ বৎসর উদ্‌যাপন করা হয়েছে গত বছর। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ অনেক দিক থেকে ঐতিহ্যবাহী ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। এখানে মানুষের বিশ্বাসের জীবনে রয়েছে গভীরতা, শিক্ষা দীক্ষায় অনেক অগ্রগামী, আর্থিক অবস্থাও খারাপ নয়। নেতৃত্বদানে অনেক নিবেদিত ভক্তজনগণ রয়েছেন যাদের পরিচিতি শুধুমাত্র ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মধ্যেই সীমিত নয় বরং গোটা দেশের মধ্যেই বিস্তৃত। ফলে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এখন আর প্রাপ্তিতে নয়, প্রদানেই বেশী তৎপর। নানাবিধ কারণে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ঢাকা শহরেই নয় কিন্তু গোটা ধর্মপ্রদেশের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক মানুষের বসবাস। তাই নিজেদের বিশ্বাস ও ঐশ্বর্য অন্যদের সাথে সহভাগিতা করার একটা বড় সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে মিলন ও স্থানীয়দের মধ্যে মিলন আরো দৃঢ়তর করার প্রয়োজন রয়েছে। অভিবাসী ভাইবোনদের প্রতি আরো সহৃদয় আচরণ করে মূলধারার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করা। সময় যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই যেন নূতন নূতন চ্যালেঞ্জ হাজির হচ্ছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। অনেকের সাথে আলাপ আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপায়স বের করা প্রয়োজন। অর্থাৎ চ্যালেঞ্জকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা বা দেখা, চ্যালেঞ্জকে বিশ্লেষণ করা এবং সমাধানের উপায় একসাথে খুঁজে বের করা। নূতন সমাজ গড়ার পথ কোনদিনই সহজ ছিল না বা এখনও নেই। চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে তো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

৬। আপনার দীর্ঘ যাজকীয় সেবাকাজে রয়েছে বিশাল অভিজ্ঞতা। আপনার জীবনে সবচেয়ে সাফল্যজনক অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল? অন্যদিকে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো ছিল তা সমাধান করেছেন কেমন করে?

ফাদার সুব্রত: যে কোন যাজকের জীবনে রয়েছে নানাবিধ অভিজ্ঞতা এবং বিশাল সাফল্য। কোন কোন সাফল্য ব্যক্তিকে সামনের দিকে চলার জন্য প্রেরণা দেয় আবার কোন কোন ব্যর্থতা নূতন করে শুরু করতে সহায়তা করে থাকে। সাধারণ একজন যাজক হিসাবে আমার জীবনে রয়েছে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং কিছু সাফল্য। একটা সফলতা আমাকে অনেক আনন্দ দেয়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে প্যারিশ কাউন্সিল পুনগঠন করার পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছিলাম। বিভিন্ন কারণে অনেক বৎসর নূতন প্যারিশ কাউন্সিল গঠন করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে প্যারিশ কাউন্সিলে বিস্তর আলাপ আলোচনা হয়েছে। সকলেই সম্মতি দিয়েছেন নূতন প্যারিশ কাউন্সিল পুনর্গঠন কার্যক্রম শুরু করার জন্য। যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল আমাদের পক্ষ থেকে। ডঃ বেনেডিকক্ট আলো ডি'রোজারিও-কে আহ্বায়ক করে প্যারিশ কাউন্সিল পুনর্গঠন কমিটি করা হয়েছিল। যদিও ধর্মপল্লীর পরিধি ব্যাপক, ভক্তজনগণের সংখ্যা অনেক বেশী, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তজনগণের অবস্থান এখানে এবং নেতৃস্থানীয় অনেক

ব্যক্তি রয়েছেন তথাপি আমরা নির্বিঘ্নে এবং খুব সুন্দরভাবে পুনর্গঠন কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। এটা সম্ভব হয়েছে কেননা আমরা যথেষ্ট আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে এগুতে শুরু করেছি। আমরা যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব দিয়েছি কাজটি সম্পন্ন করার জন্য। আমরা প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রমাণ রাখতে পেরেছি। সর্বোপরি এ কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছি এবং সহযোগিতা পেয়েছি।

৭। বর্তমান রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক, ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে যুব সমাজ হতাশায় ঘুরপাক খাচ্ছে ও বিভ্রান্ত হচ্ছে। ফলে ক্রমেই আধ্যাত্মিক জীবনে আহ্বান কমে যাচ্ছে। মাণ্ডলিক সেবাকাজে কর্মীর স্বল্পতা দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ বা করণীয় কি হতে পারে বলে মনে করেন?

ফাদার সুব্রত: যুব সমাজ যে কোন দেশের জন্য বড় শক্তি বা সম্পদ। কিন্তু নানাবিধ কারণে বর্তমান সময়ে যুব সমাজ হতাশাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত। সমন্বিতভাবে এ সমস্যা সমাধানে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আর তা যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব, ততই মঙ্গল। আহ্বান বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয়ঃ একটা সময় ছিল যখন আমেরিকা বা ইউরোপ থেকে অনেক মিশনারীগণ এসেছেন পূর্ব বাংলায় বাণী প্রচার কাজ করতে। ভারত থেকেও মিশনারীগণ এসেছেন সেবাকাজ করতে। তখন আমাদের দেশে সেমিনারী বা গঠনগৃহ ছিল না। সময়ের ব্যবধানে গড়ে উঠেছে প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে সেমিনারী বা গঠনগৃহ। এখন আর আমেরিকা বা ইউরোপ থেকে আগের মত মিশনারীগণ আসেন না। কারণ তাদের দেশেই এখন দিন দিন যাজক, ব্রাদার ও সিস্টারদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ থেকেই এখন অন্যান্য দেশে মিশনারী হিসাবে যাজক বা ব্রতধারী/ব্রতধারিণীদের পাঠানো হচ্ছে। পালকীয় সেবাকাজে বৈচিত্রতা ও চাহিদা বাড়ছে। আহ্বানের রূপান্তর ঘটছে। প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে নূতন নূতন চাহিদা দেখা দিচ্ছে। এত প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা হতাশ নই। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রেক্ষাপটে কোন কোন অঞ্চল থেকে আহ্বানের সংখ্যা একেবারে কম। আবার কোন কোন এলাকাতেও সংখ্যা দ্রুত গতিতে কমতে শুরু করেছে। তবে সামগ্রিকভাবে যে আহ্বানের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তা বলা যাবে না। সেমিনারী বা গঠনগৃহগুলোতে আদিবাসী ভাই-বোনদের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। প্রতি বছরই তো যাজকীয় অভিষেক হচ্ছে। অভিষেকের সংখ্যাও কম নয়। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর সবর্দাই যত্ন নেবেন। তবে আহ্বান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সকলকে আরো যত্নবান হতে হবে। জনবল, অর্থবল বা প্রার্থনাবল-এ তিনটির মধ্যে কমপক্ষে একটা বিষয়কে বেছে নিতে হবে। সন্তানকে ধর্মীয় জীবনে দিতে না পারলে অর্থকরি দিয়ে গঠন-প্রশিক্ষণ কাজকে সহায়তা করতে হবে। তা-ও যদি সম্ভব না হয়, কমপক্ষে প্রার্থনা দিয়ে আহ্বান বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করা প্রয়োজন। ধর্মপল্লী পর্যায়ে বেদীর সেবক সেবিকাদের নিয়মিত যত্ন নিতে হবে। বাড়ী পরিদর্শন এবং ছেলেমেয়েদের উপযোগী ও প্রেরণামূলক কর্মকাণ্ড নিয়মিত ভিত্তিতে করা আবশ্যক। তাছাড়া ধর্মপল্লী

৮। ভক্তজনগণের উদ্দেশ্যে আপনার প্রত্যাশা এবং খ্রিস্টিয় নেতৃত্ব গঠনে আপনার পরামর্শ বা প্রস্তাবনা জানতে চাই?

ফাদার সুব্রত: আমার শত সীমাবদ্ধতা থাকার পরও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসাবে মনোনয়ন দেওয়ায় আমি প্রেমময় পিতা পরমেশ্বর ও পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। সহকারী বিশপ হিসাবে ঢাকার আর্চবিশপ মহোদয়কে প্রশাসনিক ও পালকীয় কাজে সহায়তা দান করা হবে আমার প্রধান কাজ। নূতন আহ্বান, নূতন প্রেরণ দায়িত্ব মণ্ডলীর কাছ থেকে পেয়েছি। তাই সকল খ্রিস্টভক্তদের অনুরোধ জানাই প্রার্থনায় স্মরণ রাখার জন্য। আপনাদের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও সমর্থন আমার নূতন আহ্বান, নূতন প্রেরণ দায়িত্ব পালন করতে সহায়তা করবে। মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ করুন। আপনারা সকলে নিরাপদে, সুস্বাস্থ্যে ও মঙ্গলে থাকুন-এ শুভ কামনা করি। পোপ মহোদয় কর্তৃক ঘোষিত প্রার্থনা বর্ষে আপনাদের সকলের জীবন প্রার্থনাময় হয়ে উঠুক। প্রভু যীশু হয়ে উঠুন প্রত্যেকের জীবনের প্রথম ও প্রধান ব্যক্তি আর তাকে ঘিরেই যেন আবর্তিত হয় সকলের জীবন। খ্রিস্টিয় নেতৃত্ব শুধুমাত্র নেতার কার্যাবলী নয় বরং নেতার সমগ্র জীবন আদর্শ-কার্যাবলী, আচার আচরণ, পোশাক, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এসবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই খ্রিস্টিয় নেতৃত্ব খ্রিস্টিয় নির্দেশিত পথে আর খ্রিস্টের আদর্শের অনুকরণে গড়ে উঠে। নেতা নিজে সেবা করেন এবং নিজেই অন্যদের সামনে উদাহরণ তৈরী করেন। বর্তমান সময়ে প্রতিটি স্তরে এ ধরণের মন মানসিকতা সম্পন্ন নেতার খুবই প্রয়োজন। এটা শুধুমাত্র করা নয় বরং হয়ে উঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে (হড়ঃ ড়হষু ঃড় ফড় নঁঃ ঃড় নবপড়সব). ঝবৎাধহঃ ষবধফবৎংযরঢ়-এর ধারণাটি আরো বেশী বাস্তব করে তুলতে হবে। আধ্যত্মিক, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে মিলন সমাজ গড়ে তোলাই হবে আমাদের কাজ ও পরিকল্পনা গ্রহণের প্রধান অগ্রাধিকার।

৯। আপনার কোন স্বপ্ন যা আজও বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি আর আপনার জীবনের সবচেয়ে সুখের ও আনন্দের স্মৃতি কোনটি?

ফাদার সুব্রত: আমার একান্ত ইচ্ছা, সাধনা বা স্বপ্ন ছিল যাজক হওয়ার। যাজক হিসাবে এবং যাজকীয় সেবাকাজে আমি খুশী, আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। যাজক হওয়ার মধ্য দিয়েই আমার স্বপ্ন পূর্ণতা পেয়েছে। তাই ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন ও মণ্ডলী আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন। তাই আমি কৃতজ্ঞ ঈশ্বরের অনুগ্রহ দানের প্রতি, কৃতজ্ঞ মণ্ডলীর প্রতি। আমার কোন ব্যক্তিগত বিশেষ স্বপ্ন নেই যার সাধনা করতে হবে। তবে এখন স্বপ্ন দেখি মণ্ডলীকে নিয়ে, ভক্তজনগণকে নিয়ে যেন সবর্ত্রই একটা সুন্দর মিলন সমাজ গড়ে ওঠে। খ্রিস্টবাণী যেন আরো অনেক মানুষের কাছে প্রচারিত হতে পারে। আমার জীবনের সুখের ও আনন্দের স্মৃতি হল-পোপ মহোদয়গণকে নিয়ে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ ২য় জন পল যখন বাংলাদেশে পালকীয় সফরে আসেন তখন আমি বনানী সেমিনারীর তৃতীয় বর্ষের সেমিনারীয়ান। ষ্টেডিয়ামে যে খ্রিস্টযাগ হয়েছিল সেই খ্রিস্টযাগে আমি পুণ্য বেদীতে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি, খ্রিস্টযাগের আগে পোপ মহোদয়ের সাথে কথা বলতে পেরেছি এবং আশীর্বাদিত হয়েছি। এখন তিনি সাধু পোপ ২য় জন পল। আবার ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস যখন বাংলাদেশে পালকীয় সফরে আসেন তখন পোপ মহোদয়ের আগমন প্রস্তুতির কেন্দ্রীয় কমিটির আমি সহ সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি। সরকারী অনেক মন্ত্রলয়ে এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন আইন শৃংখলা বাহিনী ও সংস্থার ব্যক্তিবর্গের সাথে অনেক বৈঠক ও মত বিনিময় করার সুযোগ হয়েছে যা সব সময় আমার স্মরণে থাকবে। পোপ ফ্রান্সিসের সাথেও সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছি ও আশীর্বাদিত হয়েছি। পর পর দুইজন পোপের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, আলাপ ও আশীবার্দিত হওয়া আমার জীবনে বড়ই সুখের ও আনন্দের স্মৃতি।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসার একে অপরের সেবা করা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে সরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা:
০১	সহকারী প্রধান শিক্ষক(প্রাইমারী)	১টি	প্রার্থীকে বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০২	ইনচার্জ (মাধ্যমিক)	১টি	যে কোন বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতোকত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। বিএড থাকতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০৩	হিসাব সহকারী	১টি	MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, ব্যবহার জানতে হবে।
০৪	অফিস সহকারী	১টি	MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, ব্যবহার জানতে হবে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।
০৫	কমিউনিটি অর্গানাইজার	১টি	MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, ব্যবহার জানতে হবে। মাঠ পর্যায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
০৬	ক্রেডিট অর্গানাইজার	১টি	মাঠপর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সেবামূলক কাজে সহায়তা করে দারিদ্র্য দূরকরনের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করার মানসিকতা থাকতে হবে ।

উল্লেখ থাকে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। প্রতিটি পদে নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পাশ । অফিস সহকারী বাদে সকল পদের প্রার্থীদের ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৩. খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৪. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
৫. সর্বোপরি কর্মঘন্টা ও প্রয়োজেন এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ১০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদিকা
কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ
বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিজ্ঞ-১০৫/২৪

রোজারী মালা

ফাদার আবেল বি. রোজারিও

মে মাস - মা মারীয়ার মাস। মে মাসে-মা-মারীয়াকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের মাস। মে মাস - মা মারীয়ার আরও কাছে আসার মাস, বিশেষ করে মালা প্রার্থনার মাধ্যমে। রোজারীমালা প্রার্থনা করে অনেক লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক উপকার, কৃপা আশীর্বাদ লাভ করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক মানুষই সাক্ষাৎকার দিতে পারবে। এই রোজারীমালা প্রার্থনা-র ফলে আমি যে উপকার পেয়েছি, সেই ঘটনাটাই আমি উল্লেখ করতে চাই।

দড়িপাড়া মিশন সংলগ্ন এক হিন্দু ভদ্রলোকের জমি। ভদ্রলোক জমিটা বিক্রি করবেন। এখন যদি কোন মুসলমান জমিটা কিনে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন, তা হলে আমরা পড়বো অসুবিধায়। তাই জমিটা আমাদেরই ক্রয় করা উচিত। আমি আর্চবিশপের সাথে আলাপ করে জমিটা কিনবার সিদ্ধান্ত নিলাম। জমি দেখাশুনা ও ক্রয় বিক্রয় করার জন্য মিশনে একটা কমিটি ছিল। কামিটির সদস্যগণ অনেক আলাপ - আলোচনার পর আমাকে বলে-লন," ফাদার, আপনি আগামীকাল ১ লক্ষ টাকা বায়না বাবদ দিবেন।" রাতে আমি দেখলাম মিশনে সর্বমোট ৪০ হাজার টাকা আছে। আমার প্রয়োজন আরও ৬০ হাজার টাকা। পরদিন সকালে আমি বাসে যোগে ঢাকা রওনা হলাম। বাসে বসে আমি আমার অভ্যাস মতো মালা প্রার্থনা করতে লাগলাম। ব্যাংক থেকে ৬০ হাজার ঢাকা তুলে আবার বসে বসে মালা প্রার্থনা করতে লাগলাম। ৩ জন ভদ্রলোক বাসের ভেতরে হাটাহাটি করছেন। হঠাৎ তারা এক ষ্টেশনে নামে-লন। এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন "এরা মনে হয় পকেটমার।" আমি তাড়াতাড়ি আমার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে দেখি বাগের তিনটা জায়গা কাটা। আমি যিশু-মারী-য়া-যোসেফ বলে বাগে হাত দিয়ে দেখি আমার সব টাকাই আছে। এই হলো মালা প্রার্থনার ফল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

এঞ্জেল চিসিম
৭ম শ্রেণি
তোলা টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কাল বৈশাখী

প্রিয়ন্ত আন্তনী কস্তা

বছর ঘুরে এলরে বৈশাখ
প্রকৃতি নিয়েছে নতুন এক সাজ
জমেছে মেঘ সব আকাশে
বয়ে চলেছে ওরা বাতাসে।
মেঘের দল সব হচ্ছে কালো
ধান নিয়ে কৃষকের চিন্তে এলো
করবে কী, তারই চিন্তায় ব্যস্ত
বৃষ্টি হবে যে মস্ত।
ধানের পাশে থাকে কাজ পরে
গরির কৃষক নিজের ঘরের চিন্তে মরে
এই বুঝি নিয়ে যাবে উড়িয়ে ঘর
কারন বছরে আসে যে কালবৈশাখী ঝড়।
ক্ষতি করে যায় সব ফসল ও ঘরের
আনন্দ উজার করে কৃষক ক্ষতির চিন্তায় মরে
আসবে ঝড় নেই যে কোন বাধা
কৃষকের ডাকে কালবৈশাখী দেয় না যে সাড়া।

কেমন আছো মা

জ্যাক বিজয় হেমব্রম

না কথা কও
শুধু মুখের দিক চেয়ে রও
ইশারা তো যায় না বোঝা
বলতে কি হবে না কথা ?
চার কোনার এ ঘরে বসে
এসে কথা শিখাই তোমারে
ব আর ল এ হয় বল
কি জিনিস তা ? দেখাই চল
ফুটবলের ছবি বড় একটা
থাকবে তো মনে শব্দ টা?
ক আর ল আ- কার হয় কলা
ম এ- কার আর ল আ- কার মেলা
এক দুই শব্দ ছিল মাথায় তখন
হাজার হাজার শব্দের ভান্ডার এখন
যা মনে আসে সবই বলতে পারি তা
তাও একটা কথা, কেমন আছো মা?

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ: সব সূচকে মেয়েরা এগিয়ে

গত ১২ মে সারাদেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবারের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় গড় পাশের হার ৮৩ দশমিক ০৪ শতাংশ; গতবার পাশের হার ছিল ৮০ দশমিক ৩৯ শতাংশ। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হারে শীর্ষে রয়েছে যশোর বোর্ড; সর্বনিম্ন পাশের হার সিলেট বোর্ডে। আগের দুই বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ ও পাশের হারে মেয়েরা এগিয়ে আছে। এবার ছাত্রদের পাশের হার ৮১.৫৭ শতাংশ, ছাত্রীদের পাশের হার ৮৪.৪৭। নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার ৮৩.৭৭ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার ৮১.৩৮ শতাংশ। চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সারা দেশে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ১২৯ শিক্ষার্থী; গত বছর ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৮ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল; ২০২২ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিল আড়াই লাখের বেশি শিক্ষার্থী।

জানা যায়, এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাশ করতে পারেনি। গত বছর এমন প্রতিষ্ঠান ছিল ৪৮টি। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মূল সমস্যা কী, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। উদ্বেগের বিষয় হলো, দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে না। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিতে হবে।

এসএসসি পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মোট ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে।

গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৪৮ হাজার জন।

৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, ২টি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং ১টি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৯ হাজার ৭৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ৩ হাজার ৭০০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছে।

বিদেশের ৮টি কেন্দ্রেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোভিড মহামারীর পর এবারই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে, পূর্ণ নম্বরে এবং পূর্ণ সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সফরে আসার কারণ জানালেন ডোনাল্ড লু

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে সফরে এসেছেন তিনি। গত বছর বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক অনেক 'অস্বস্তিকর' ছিল স্বীকার করে ডোনাল্ড লু বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে পক্ষপাতহীন, সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে কাজ করে গেছে। আমরা আর পেছনে ফিরে তাকাতে চাই না। দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে আগ্রহী আমরা।

বুধবার (১৫ মে) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। ডোনাল্ড লু বলেন, 'আমরা এখন সামনের দিকে তাকাতে চাই, পেছনের দিকে নয়। গেল দুই দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক ও আস্থা নতুন করে তৈরি করতে এসেছি।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'

২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে আইলা, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে আম্ফান। তছনছ করে দিয়েছিল এই দুই ভূখণ্ডের অনেককিছু। আবারও মে মাসে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, চলতি মাসের শেষের দিকে উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়টি।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়টি পূর্ণ রূপ নিলে এর নাম হবে 'রেমাল'। এই নামটি দিয়েছে ওমান। আরবিতে যার অর্থ বালি। অবশ্য এই নামে ফিলিস্তিনের গাজা থেকে ১ দশমিক ৭ কিলোমিটার দূরে একটি শহরও রয়েছে। এবার ধেয়ে আসতে পারে সেই 'রেমাল'। তবে কতটা ভয়াবহ হবে সেই ঝড়, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

সনদ নং ঃ ০৪৯৭৮-০০৭১১-০০৫৫২ এমআরএ ঃ ০০০০৫৬৪

পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন এবং এনজিও ব্যুরো কর্তৃক রেজিস্ট্রীকৃত। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খৃঃ থেকে একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ কর্তৃক পরিচালিত এবং এম আর এ অনুমোদিত সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্পে **"ক্রেডিট অর্গানাইজার"** পদে নিয়োগের জন্য সৎ, যোগ্য ও পরিশ্রমী প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হ'লোঃ

পদের বিবরণ ও দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ	প্রয়োজনীয় শর্তাবলীঃ
• পদের নাম ঃ **ক্রেডিট অর্গানাইজার** • কর্ম এলাকা ঃ গ্রীণরোড ও মিরপুর কর্ম এলাকা • বয়স ঃ ২৫ - ৩৫ বছর **প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ** • মাঠ পর্যায়ে সমিতি গঠন ও পরিচর্যা, সঞ্চয় আদায়, ঋণ প্রদান, কিস্তি আদায় করা, প্রতিবেদন তৈরী করা • সমিতির নিয়মিত মিটিং করা ও তদারকি করা	• শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কমপক্ষে স্নাতক পাশ। • কমপক্ষে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **অন্যান্য শর্তাবলীঃ** • প্রয়োজনে অফিসের সময়ের বাইরে ও ছুটির দিনে কাজ করবার মানসিকতা থাকতে হবে। • মানুষের সাথে পেশাগত সুসম্পর্ক স্থাপনে কৌশলী হতে হবে। • সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারদর্শী হতে হবে।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি ঃ বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী ঃ

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি জমা দিতে হবে।
- দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ **আগামী ১০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে** সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরণ করতে হবে।

কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ কোয়ার, গ্রীণরোড
ঢাকা-১২০৫, ই-মেইল dhakaywca@gmail.com

বিজ্ঞ-১০৮/২৪

কুমিল্লা গীর্জার প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পার্বণ উদ্‌যাপন

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ: গত ১০ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, কুমিল্লা গীর্জার প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পার্বণ উদ্‌যাপন করা হয়। নয় দিনব্যাপী নভেনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। পবিত্র খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে বিশপ মহোদয়কে বরণ করে নেওয়া হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় বলেন, মে মাস মা মারীয়ার মাস। মা মারীয়া গর্তুগালের ফাতিমায় শিশুদের দর্শন দিয়ে জপমালা প্রার্থনা করতে বলেছেন। আমরা যেন মায়ের কাছে জপমালা প্রার্থনা করি। ভক্তি নিবেদনার্থে জপমালা হলো অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা আবৃত্তি করতে করতে যিশুর গোটা জীবনকে নিয়ে ধ্যান করতে পারি। তিনি আরও বলেন, পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় জুবিলী বর্ষ উপলক্ষে এই বছর প্রার্থনা বর্ষ ঘোষণা করেছেন। আমরা নিজেরা যেমন প্রার্থনা করবো তেমনই অন্যদের প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের পরে বিশপ মহোদয়কে কুমিল্লার খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের জন্য কুমিল্লা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার টমাস কোড়াইয়া সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

সুহৃদ সংঘের বর্ষবরণ ১৪৩১

বর্ষা খ্রীষ্টিনা পালমা: বাংলা নতুন বছরকে নতুন উদ্যম, ভালবাসা এবং একতার মধ্য দিয়ে স্বাগতম জানানোর লক্ষ্যে সুহৃদ সংঘ আয়োজন করে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৪৩১। ১৪ এপ্রিল স্নিগ্ধতা মাখা সকালবেলায় লক্ষ্মীবাজারের পালপুরোহিত ফাদার ডনেল স্টিফেন ক্রুশের ছোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। লাল, সাদা, হলুদ হরেক রঙের শাড়ি ও পাঞ্জাবির বেশভুষায় জড়িয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন আমাদের সুহৃদবৃন্দ, প্রাক্তন সুহৃদবৃন্দ, ফাদার, সিস্টার এবং লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ। এরপর শুরু হয় সুহৃদবৃন্দের পরিবেশনায় একটি ছোট আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা ছিল পুরো আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্র সংগীত, বর্ষবরণের কবিতা, নৃত্য এবং শেষে সকলের সমবেত কণ্ঠে এসো হে বৈশাখ গানের মধ্য দিয়ে মুখরিত হয়ে ওঠে আমাদের গির্জা প্রাঙ্গন। পরিবেশনা শেষে আমাদের প্রাক্তন প্রিয় সুহৃদবৃন্দ, অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দ এবং ফাদার সিস্টারদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ তাদের অনুভূতি আমাদের সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। এর পরপরই সকলকে সুস্বাদু লুচি, আলুর দম এবং বিশেষ কাঁচা আমের শরবত পরিবেশন করা হয়। এবং আমরা সকলে একত্রে মিলে বসে জল খাবার গ্রহণ করি। নতুন বছর সবার জীবনে নতুন আশা, নতুন ভালোবাসা, নতুন অনুপ্রেরণা এবং সবার মাঝে আন্তরিকতা নিয়ে আসুক এই শুভ কামনা করি।

রাজশাহী খ্রিষ্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে মিডিয়া বিষয়ক কর্মশালা ও বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উদযাপন

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও: গত ১১-১২ মে, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিষ্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং হৃদয়ের জ্ঞান পরিপূর্ণ মানব যোগাযোগ" মুলসুরকে কেন্দ্র করে ৩১ জন যুবক-যুবতীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো মিডিয়া বিষয়ক কর্মশালা ও ৫৮ তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ফাদার নিখিল এ গমেজ, কো-অর্ডিনেটর রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস, ফাদার সুনীল দানিয়েল রোজারিও, পরিচালক রেডিও জ্যোতি, ফাদার বাবলু কোড়াইয়া, আহ্বায়ক ধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন।

প্রথম দিন শনিবার ছোট প্রার্থনা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বিশপ মহোদয়ের নামে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ফাদার বাবলু কোড়াইয়া। তিনি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, "আমাদের ধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের একটি স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য রয়েছে তোমাদের নিয়ে। আমরা চাই আমাদের সমাজে একজন দক্ষ লেখক তৈরি করতে আর তাই প্রতিবছর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ এ প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে।"

রেডিও স্ক্রিপ্ট লেখন পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে ফাদার দানিয়েল সকলকে ধারনা প্রদান করেন। ফাদার নিখিল এ গমেজ সংবাদ ও ফিচার কী, সংবাদ ও ফিচার লেখার পদ্ধতি ও কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ২য় দিন রবিবার প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ও ৫৮ তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষ্যে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সুনীল দানিয়েল রোজারিও এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন ফাদার নিখিল গমেজ ও ফাদার বাবলু কোড়াইয়া। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে শ্রদ্ধেয় ফাদার বিশ্ব যোগাযোগ দিবস, স্বর্গারোহণ পর্ব ও মা দিবসের উপর সহভাগিতা করেন।

খ্রিস্টযাগের পরে সকালের অধিবেশনে ফাদার সুনীল দানিয়েল রোজারিও পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বাণীর ওপর সহভাগিতা করে বলেন, "পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় এ বছর যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে যে বাণী দিয়েছেন তার মূলকথা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ের জ্ঞান:পরিপূর্ণ মানব যোগাযোগ। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় আমাদের অনুরোধ করেন আমরা যেন যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত না হই।" দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্যক্তিজীবনে নিজের লেখালেখির অভিজ্ঞতা ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সুফল-কুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরিশেষে ফাদার বাবলু কোড়াইয়া সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "৫৮ তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস আমরা সফলভাবে উদযাপন করতে পেরেছি তাই প্রথমত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। সেইসাথে বিশপ মহোদয়, অন্যান্য ফাদার-সিস্টারগণ এবং তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠিত হলো বিডিপিএফ এর ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষের গঠন-প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম

ফাদার রুবেন এস গমেজ : "যাজকীয় জীবনের বসন্তকালে পরিচয়, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে গত ৬ থেকে ১০ মে ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষে খুলনার কারিতাস আঞ্চলিক অফিসে বাংলাদেশের ৬টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ২০০৬ -২০১০ খ্রিস্টবর্ষের মধ্যে অভিষিক্ত মোট ২৬ জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক এই গঠন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে ফাদার মিন্টু পালমা, ফাদার আলবিনো সরকার, ফাদার যাকোব বিশ্বাস সার্বক্ষণিক সাহচার্য দান করেন। ৬ মে সন্ধ্যার মধ্যে যাজকগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে খুলনার কারিতাস আঞ্চলিক অফিসে একত্রিত হন। ৭ মে সকালে খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তাঁর উপদেশ বাণীতে বলেন, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ধাপে নবায়িত হতে হয়। আর আমরা যদি নবায়িত মানুষ হয়ে উঠতে পারি তাহলে আমাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব আরও সুন্দরভাবে পালন করতে পারি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্য ও পুষ্পবর্ষণের মধ্য দিয়ে খুলনা ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে ফাদারদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়। স্বাগত বক্তব্যে বিডিপিএফ এর সভাপতি ফাদার মিন্টু পালমা সকলকে ধন্যবাদ জানান বিশেষত খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ, যাজক ও কারিতাসের সকল কর্মকর্তাদেরকে খুলনায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করার স্থান করে দেওয়ায়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কারিতাস খুলনা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মি. আলবিনো নাথ। এরপর বিশপ রমেন স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই নবায়ন কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

ফাদার আলবিন গমেজ 'সাক্রামেন্তীয় ও পালকীয় সেবাকাজে আনন্দ এবং দায়িত্ববোধ', ফাদার যাকোব বিশ্বাস 'ধর্মপ্রদেশ প্রশাসন ও পারস্পারিক সম্পর্ক', ফাদার বাবলু সরকার 'ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সহযাত্রা, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ' এই বিষয়গুলোর উপর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উনাদের জীবনাভিজ্ঞতা লব্ধ প্রাণবন্ত বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়াও কোর্সে অংশগ্রহণকারী বেশীরভাগ যাজকগণও তাদের নির্ধারিত বিষয়ের উপরে জীবন অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন। এছাড়াও কোর্সের আরও বিশেষ দিক ছিল খুলনার বিশপস্ হাউসে বিশপ মহোদয়ের নিমন্ত্রণে নৈশভোজে অংশগ্রহণ, সুন্দরবন, শেলাবুনিয়া ও বাগেরহাট ধর্মপল্লী পরিদর্শন তাদের আতিথেয়তা গ্রহন এবং বিশেষ করে মারীয়া পল্লীতে জনগণের সাথে জপমালা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্তৃক ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল পরিদর্শন

মাইকেল জন গমেজ: ৮ মে, গাজীপুর জেলার মঠবাড়ির কুচিলাবাড়িতে অবস্থিত দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) এর সর্ব বৃহৎ মেগা প্রকল্প ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লি:, পরিদর্শন করেছেন ডা: সামন্ত লাল সেন মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। যা কিছু দিনের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন। এই সময়ে গাজীপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য আখতারউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব জাহাঙ্গীর আলম, গাজীপুর জেলার সিভিল সার্জন ডা: মাহমুদা আখতার ।

মন্ত্রী মহোদয় ডিভাইন মার্সি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং ভর্তি হওয়া রোগিদের খোঁজ খবর নেন। তিনি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা এর প্রেসিডেন্ট ও হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক বাবু মার্কুজ গমেজ, সদস্য-সচিব পংকজ গিলবার্ট কস্তা, ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিসেস পাপড়ি দেবী আরেং, সেক্রেটারি মাইকেল জন গমেজ ও ট্রেজারার মি. সুকুমার লিনুস ক্রুশসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটি ত্রিশ বিঘা জমির উপর নির্মান করেছে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সমবায়ীদের প্রথম হাসপাতাল। পর্যায়ক্রমে দ্রুতই এর অধীন নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং মেডিক্যাল কলেজ নির্মান করা হবে।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে মা দিবস উদযাপন

সজল বালা : গত ১২ মে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে মা দিবস পালন করা হয়। সকল মায়েদের মঙ্গল কামনায় এদিন সকালে বিশেষ প্রার্থনা এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এখানে কর্মরত দু'জন মাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। অনুভূতি প্রকাশে সেবাকর্মী লিপি আক্তার বলেন, "আজকের এই দিনটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।" আরেকজন সহকর্মী মেরী বিশ্বাস বলেন, "আমার দু'টি পরিবার। এই প্রতিষ্ঠানটি আমার দ্বিতীয় পরিবার। এখানের সকলেই আমার সন্তানের মত।" পরিশেষে, ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু বলেন, "আজকের মা দিবসের পাশাপাশি আমরা পালন করছি বিশ্ব যোগাযোগ দিবস। মা হলেন একজন উত্তম যোগাযোগকারী। আজ সকল মায়েদের কথা স্মরণ করি, বিশেষ করে এখানে উপস্থিত দু'জন মাকে শুভেচ্ছা জানাই এবং তাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।" উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র এবং রেডিও ভেরিতাসের সকল কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর যাজকীয় জীবনের কিছু স্মৃতি

যাজকীয় অভিষেক, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে মা-বাবার সাথে

নব অভিষিক্ত যাজক সুব্রত বনিফাস গমেজ আর্চবিশপ মাইকেল ও বিশপ ফ্রান্সিসের সাথে

সাধু পোপ ২য় জন পলের সাথে বেদীসেবক সুব্রত বনিফাস গমেজ

নব অভিষিক্ত যাজক সুব্রত বনিফাস

পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশে পালকীয় সফরে

মা-বাবার জুবিলী অনুষ্ঠানে

গোল্লা ধর্মপল্লীতে যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রদ্ধাভাজন মিলারের সাথে

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর জনপ্রতিনিধিদের সাথে

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর বিশপ মনোনয়ন ও বিশপ মনোনীত হিসেবে কিছু স্মৃতি

বিশপ হিসেবে নাম ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত

পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি বিশপীয় টুপি পরাচ্ছেন

আর্চবিশপ বিজয় ও আর্চবিশপ কোভিন রাস্তালের মাঝে ফাদার সুব্রত বসিফাস, বিশপ মনোনীত

বিশপ মনোনয়নে ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত

ফাদার সুব্রত বনিফাস, বিশপ মনোনীতকে আর্চবিশপ হাউজে গ্রহণ

প্রদীপ্তময় জীবন কামনায়

বিশপ অভিষেকের প্রস্তুতিতে মঙ্গল অনুষ্ঠানে

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১৮
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

মহাখ্রিস্টযাগের শোভাযাত্রার প্রাক্কালে

শোভাযাত্রায় যাজকগণ

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী খ্রিস্টভক্তগণ

পবিত্র আত্মার আবাহন স্থাপন

আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই

আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

মঙ্গলসমাচারের আলোতে পথচলার প্রত্যয় নিয়ে

অভিষেক তেলে অভিষিক্ত

মর্যাদার প্রতীক শিরোভূষণ

বিশ্বস্ততার চিহ্ন অঙ্গুরীয়

পরিচালনার চিহ্ন পালকীয় যষ্ঠি

নতুন বিশপের হাতে তুলে দেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 18
Regd. No. DA-33
❖ 19 - 25 May, 2024, ৫ - ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

বিশপদের শান্তি শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত

আশীর্বাদদানে নব অভিষিক্ত বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ
আর্চবিশপ কেভিন ও বিশপ জের্ভাসের মাঝে

বিশপীয় অভিষেকের স্মরণিকা হৃৎপালক

ভক্তজনগণের শুভেচ্ছায় নতুন বিশপ

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের বিশপমণ্ডলীতে যুক্ত হলেন
বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ (✓ চিহ্নিত)

মেষপালকে আনন্দ অন্বেষী

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ পরম শ্রদ্ধেয় সুব্রত বনিফাস গমেজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তার এ পথচলায় আমাদের প্রার্থনা অবিরাম।

শুভেচ্ছান্তে-
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ, যাজকবর্গ
সন্ন্যাসব্রতী-সন্ন্যাসব্রতীনিগণ এবং খ্রিস্টভক্তবৃন্দ

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org